রেজিষ্ট্রার্ড নং ৭৭   Registered No 77.   রেজিষ্টুর্ড নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮।, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০।৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড।৴। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি।৹ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—২৯এ ভাদ্র—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খৃঃঅব্দ } ৩১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

NOTICE.

NORTHERN BENGAL STATE RAILWAY.

The line is now open to the public from Julpiguri to Atrai, a distance of 134 miles.

From Atrai to Kushtia and Goalunda, there is good water communication, boats taking from two to four days in making the journey

As the arrangements for the shelter of goods are temporary only, the right of limiting the amount registered for transport is reserved

J. G. Lindsay.

Saidpur, the 20th Augt. 1877. } Major R. E. Engineer in Chief. Northern Bengal State Ry.

৩৪ সং

কমিসন এজেণ্ট।

চাটুর্য্যে ব্রাদার্শ এবং কোং ১৮৭৭ সালে ১৩ই আগষ্ট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহারাজ বাহাদুর, জমিদার, ও দোকানদারদিগের সর্ব্ব প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সকল লইয়া খরিদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের চাটুর্য্য ব্রাদার্শ দ্বারা দ্রব্যাদি খরিদ হইবে, তাঁহাদিগের খরিদ যাহাতে সুলভ মুল্যে উত্তম দ্রব্যাদি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন। কমিসন শত করা ৫ টাকা হিসাবে। ৫০০ শত টাকার অধিক হইলে স্বতন্ত্র বন্দবস্ত হইতে পারিবে।

নিয়ম।

অরডার সহিত সমুদায় টাকা বা অরডারের চতুর্থাংশ পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান হইবে এবং ৪০ দিন মুদ্দতে হুণ্ডি কাটিয়া অবশিষ্ট টাকা কলিকাতায় লওয়া হইবে।

আমাদিগের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে পত্রাদি লিখিবার নিয়ম

চাটুর্য্যে ব্রাদার্শ এবং কোং
৪৫ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

ব্রহ্মচরী দত্ত মহৌষধ।

জ্বর প্লীহা যকৃৎ অগ্রমাশ মেলেরিয়া জ্বর পুরাতন জ্বর দোকালিন জ্বর মেহ ঘটিত জ্বর কুষ্ঠব্যাধি রক্তপিত্ত বহুমূত্র সকল প্রকার বাত পারাঘটিত রোগ স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা প্রদর সকল রকমের পূরাতন সোমঘা এবং পিশি পীড়া অম্বল শূল গৃহিনী রক্ত আমাশায় এই সকল রোগ উত্তম রূপ আরাম হইবেক।

শ্বেত কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ। ইহার দ্বারায় এক মাহার মধ্যে ব্যারাম নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। যদ্যপি বেশী দিনের ব্যারাম হয় তাহা হইলে দুই মাহার মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

ইহার ২০ আউন্স মলমের মূল্য   ১ টাকা
এবং ২১ রোজ সেবনের ঔষধের মূল্য   ১ টাকা

যাঁহার প্রয়োজন হইবে পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের পূর্ব্ব বেনেটোলা লেনের মধ্যে শ্রীমতিলাল বসুর বাটীতে প্রাতে ১১ টা পর্য্যন্ত এবং পুরাতন চনাবাজারের আরমানি গিরজার নিকট উ বসুর ২২ নং ছাতার দোকানে বেলা এগারোটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তদন্ত করিবা মাত্র পাইবেন। উপরের লিখিত সমস্ত ঔষধের মূল্য ১ এক টাক মাত্র।

৯ মাহার মধ্যে ৬০০০ সহস্র শূল রোগী উত্তম প আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল বসু।

৪০ সং

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত!

টক্‌সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নশ্বাসবন্ধ (জলে ডূবা, প্রাণ নাশক বা র্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাস বহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা	২৷৹
থালি কাপড় মোড়া কাগজ	১৷৹
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বি-বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়।

উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিশে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ইহা সংস্কৃত ডিপজিটারিতে আমার নিকট পাওয়া যাইবে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি অধক্ষ্য
কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

চিতোর চাতকিণী।

অদ্ভুত ঐতিহাসিক অখ্যায়িকা।

প্রতি শুক্রবারে এক ফরমা করিয়া প্রকাশিত ২০ ফরমা প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ফরমা প্রতি১০ দুই পয়সা মাত্র। মফঃস্বলের প্রাহকগণের প্রতি অর্দ্ধ আনা হিসাবে ডাক মাস্তুল লাগিবে। কলিকাতা ৭১ একাত্তর নম্বর করনোওয়ালিস ষ্ট্রিট, কাজকীয় যন্ত্রালয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

সুলভ সুলভ! অতি সুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্‌ লোডার মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তুল, ৫ নাগা-২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুলে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্‌ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

শ্রী রাম লাল দত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হির পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশ মেকেবের সোণার রূপার এবং জেমশ মরের এবং অন্য২ মেকারের ওয়াচ ক্লক, চেইন এবং বাজাবাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০ টাকার মূল্যে অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ডাক্তার জি হায়াসা এমডী।

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র, সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৩ নং চৌরিঙ্গি লনের বাটিতে প্রাতে ৯৷টা নাগাত ১০৷টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়। যাঁহার অসমর্থ তাহাদিগকে এস্‌প্লানেড রো ১৭নম্বর বাটীতে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দেখিবার সময়।

কেরি সাহেবের কৃত ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা ডিক্সনারি (ইংরাজি কথার বাঙ্গলা মানে দেখিবার জন্য ২নং) এবং উমায়িের কৃত বঙ্গলা হইতে ইংরাজি (বাঙ্গলা কথার ইংরাজি মানে দেখিবার জন্য বা তরজমার নিমিত্ত ১নং) এই (দুই রকম কেতাব অতি উত্তম (রাখা আবশ্যক।)
১নং দর ৩ টাকা বাদ ৷৹ আনা নেট ২৷৹ ডাক।৵৹
২নং ঐ ঐ—বাদ ৷৵০ — ঐ— ২৷৵৹ ডাক ঐ
দরকার হইলে কালিধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পত্র পাঠালে পাইবেন। ৫৬নং পুরাতন চিনাবাজার কেতাবের দোকান)

নিম্ন লিখত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

		মূল্য	মাশুল
১	Three years in Europe. 2nd. Ed.	১	৵০
২	ইউরোপে তিন বৎসর	||০	/০
৩	বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১।০	৶০
৪	মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে)	১	৵০
৫	The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta	||০	/০
৬	The Peasantry of Bengal.	২	৶০
৭	The Literature of Bengal	১	৵০

অক্টবর শেষ।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টাকা ডাকমাশুল ।|০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সৎকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপাল নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয় সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

অর্শ রোগের
অব্যার্থ
মহৌষধ !!!

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গ লেন
বহুবাজার
কলিকাতা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণার মধ্যে কেয়াডাঙ্গা ও উড়িয়াপাড়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন সাতক্ষিরা নাবালকগণের যে দুইটী নীলকুঠি আছে ঐ কুঠির ইষ্টক নির্ম্মিত, গৃহাদি ও কাষ্ঠ সরঞ্জাম ও কুঠির যন্ত্রাদি সমস্ত বিক্রয় হইবেক। যাঁহারা উহা খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষিরার নাবালকগণের ষ্টেটের ম্যানেজার নিম্ন সাক্ষর কারকের নিকট লিপী প্রেরণ করিবেন।

শ্রীহরি চৈতন্য ঘোষ
ম্যানেজার। ৩২ সং

বান্ধবের বিজ্ঞপন।

বান্ধব প্রকাশে এই কএক মাস অত্যন্ত লজ্জাজনক বিলম্ব ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। ইহার এক কারণ এই,—বিগত কার্ত্তিক অবধি আমি নানাবিধ দুরবস্থার ঘুর্ণপাকে পড়িয়া ক্ষণকালের তরেও শান্তি পাই নই আর এক কারণ এই,—যাঁহাদিগের নিকট বান্ধবের মূল্য বাকী পড়িয়া রহিয়াছে পুঃন পুঃন পত্র লিখিয়াও তাঁহাদিগের নিকট হইতে মূল্য কি পত্রের উত্তর পাই নাই। বান্ধব-প্রকাশের উল্লিখিত বিলম্ব ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য স্থির করিয়াছি যে, বর্ত্তমান বৎসরের ভাদ্র ও আশ্বিনে তৃতীয় খণ্ড বান্ধবের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা যথাক্রমে প্রকাশ করিব, এবং আগামী কার্ত্তিকের শেষ দিবস হইতে চতুর্থ খণ্ড একাদি সংখ্যা ক্রমে প্রকাশ করিতে থাকিব। এই সময় পরিবর্ত্তনে, গ্রাহকবর্গের কিছুই ক্ষতি নাই, ক্ষতি যাহা তাহা আমাদিগের। বৎসরের প্রথম হইতে বান্ধবের বৎসর গণনা হইত, অতঃপর কার্ত্তিক হইতে বৎসর গণনা হইবে, আশ্বিনে বৎসরের শেষ হইবে।

যাঁহারা মূল্য বাকী রাখিয়া আমাদিগের এই রূপ অনিষ্ট করিয়াছেন, ভরসা করি অন্ততঃ ভদ্রতার অনুরোধেও তাহারা আশ্বিনের পূর্ব্বে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। বান্ধবের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কি অন্য কাহারও মনে কোন রূপ সন্দেহ জন্ময়া থাকিলে সে সন্দেহ নিতান্ত অমূলক।

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয় } শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ।
শ্রাবণ ১২৮৪। } সম্পাদক। ৩১ সং

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ
অর্থাৎ

প্রিন্সিপল্স এণ্ড প্র্যাকটিস্ অব মেডিসিন। শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, সঙ্কলিত। একত্র দুই খণ্ড সুপার রয়েল ফর্মার ১১২০ পৃষ্ঠায় তৃতীয়বার মুদ্রিত। এই সংস্করণে ইহার বিষয় সকল পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও কোন২ অংশ পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১২৸০ মাত্র। ডাক মাশুল দশ আনা মাত্র। ইহা কলিকাতা, লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরু দাস চট্টোপাধ্যায়ের ও ভবানিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

৪৩ সং

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ামস্থিত হাইকোর্ট অব জুডিকেচর নামক প্রধানতম বিচারালয়ের অর্ডিনারি অরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকশন অর্থাৎ সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত আদালত গৃহস্থিত তাঁহার সেলরুমে অর্থাৎ নিলাম করিবার ঘরে ১৮৭৬ এক হাজার আট শত ছেয়াত্তর সালের ৩৫৭ তিন শত সাতান্ন নম্বরীয় মকর্দ্দমার ডিক্রি অনুসারে যে মকর্দ্দমায় গয়াপ্রসাদ মল্লিক বাদী এবং শ্রীমতী তারিণী দেবী ও অন্য ব্যক্তি রকম প্রতিবাদী এবং যে ডিক্রি ১৮৭৬ এক হাজার আট শত ছেয়াত্তর সালের জুলাই মাসের ১৭ই তারিখে প্রদত্ত হয়, উক্ত ডিক্রি অনুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২২শে শনিবার বেলা বারটার সময় নিশ্চয় বিক্রয় হইবে, যথাঃ—

লট নং ১।——সহর কলিকাতার অন্তঃপাতী কুমারটুলী কাশী মিত্রের ঘাট লেন স্থিত ১৫ নম্বর বাটী, যাহা পূর্ব্বে কাশী মিত্রের ঘাট লেন ১৫ নম্বর ছিল, এবং তৎ পূর্ব্বে চিৎপুর রোড ১৭১২ নম্বর ছিল উক্ত বাটি যে ভূমি খণ্ড কিম্বা জমি অংশের উপর স্থাপিত। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত ভূমি অংশের পরিমাণ ফল এক বিঘা নয় কাটা বারো ছটাক। তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে, ইহা অপেক্ষা কিছু কম হইলেও পারে। উ[ক্ত] এই রূপে সীমাবদ্ধ আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরে রসিক লাল নিয়োগী ও শ্রীমতী ভগবতী দাসীর জমি, যাহা উক্ত দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃক খরিদ করা হয়, এবং যাহ[া] তাহাদের সম্পত্তি কিন্তু মেস্সুয়াস ফিণ্ডলে, মুইর এণ্ড কোম্পানির দখলে আছে। উহার পূর্ব্ব দিকে শিবচন্দ্র মদকের পরিবার বাসের বাড়ী, উহার দক্ষিণের কথকাংশে কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার বাসের বাটি, কথকাংশে শ্যামা বৈরাগীর পরিবার বাসের বাটী, অথকাংশে রাম জীবন সরকারের পরিবার বাসের বাটী, কথকাংশে তারামণি বেওয়ার বসত বাটী, কথকাংশে আনন্দ নারায়ণ ঘোষের পরিবার বাসের বাটী, কথকাংশে রঘুমণি দত্তের পরিবার বাসের বাটী, কথকাংশে নব গোপাল ঘোষের বসত বাটী, কথকাংশে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষের তৈলের কলের গৃহ। এবং উহার পশ্চিমের দিকে মৃত প্রমথ নাথ দাসের স্ত্রী নিমাই মণি দাসীর জমি।

লাট নম্বর ২।——সহর কলিকাতার অন্তঃপাতি শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট হইতে বহির্গত রামচন্দ্র মৈত্রের গলি স্থিত ৬ নম্বর বাটী যাহার পূর্ব্বকার নম্বর ১১১। ৪ শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট ছিল, উক্ত বাটী এবং উহা যে ভূমি অংশ কি জমি খণ্ডের উপর স্থাপিত। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ ফল ৩ কাটা, তবে ইহার কিছু বেশী হইলেও পারে ইহার কিছু কম হইলেও পারে। উহা এই রূপে সীমাবদ্ধ আছে অর্থাৎ, ইহার দক্ষিণ দিকে মৃত রাম গোপা[ল] দাস ও পিতাম্বর দাসের বাটী, পূর্ব্ব দিকে দিননাথ দাস ও মাধব চন্দ্র দাসের বাটী, উত্তরের দিকে মৃত ঠাকুর দাস সরকারের ও শ্রীমতি কৃষ্ণ মণী দেবীর ও শ্রীমতি রাম মণি দেবীর গৃহ সকল, পশ্চিমের দিকে সরকারী রাস্তা যাহাকে রামচন্দ্র মৈত্রের লেন বলে।

লাট নম্বর ৩।——জেলা হুগলির অন্তঃর্গত, হুগলি রেজিষ্ট্রেশন জেলার মধ্যে ও ধনেখালি রেজিষ্ট্রেশন মহকুমায় থানা ধনেখালীর সাধীন পর[গণা] মুনরসহির অন্তর্গত দোধারা ও সুখনাড়া নামক যে পত্তনি তালুক আছে, যাহাতে দোধারা ও সুখনাড়া নামক দুইটী মৌজা আছে, উক্ত পত্তনি তালুকের অবিভক্ত অর্দ্ধ অংশ কিম্বা অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধ হিস্যা। উক্ত তালুক বর্দ্ধমান কালেক্টরির ১২ নম্ব[র] লাটে তৌজিভুক্ত আছে এবং উহার বার্ষিক জ[মা] কিম্বা কর ১৪৬৭৸৶২ এক হাজার চারি শত সাত[ষট্টি] টাকা তিন আনা দুই পাই বর্দ্ধমানের মহারাজাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

লাট নম্বর ৪।——জেলা হুগলির অন্তঃর্গত হুগলি রেজিষ্ট্রেশন জেলার মধ্যে ও ধনেখালি রেজিষ্ট্রেশন মহকুমায় থানা ধনেখালির অধীন চৌমালিয়া পরগণার অন্তঃর্গত যে সকল পত্তনি তালুক আছে, অর্থাৎ কাটা চকরা, গুধিহারত ও চপসরা, যাহাতে কাটাচকরা, গুধিহারত ও চপসরা নামক মৌজা আছে। উক্ত তালুক সকল হুগলি জেলার কালেক্টরিতে ৪৬ নম্ব[র] লাট তৌজিভুক্ত আছে, এবং উহার বার্ষিক জমা কি কর ২৬১০ দুই হাজার ছয় শত পঞ্চাশ টাকা তেলিনি পাড়ার কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বিক্রয়ের নিয়ম সকল এবং দলিলের চুম্বক হাইকোর্ট নামক প্রধানতম বিচারালয়ের অরিজিনাল জুরিশডিকশন অর্থাৎ আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার সাহেবের আফিশে ও বাদির উকিলগণ মেস্সুয়াস সুইনো লা এবং কোম্পানির আফিশে বিক্রয়ের পূর্ব্বে যে কোন দিন দেখা যাইতে পারে। বিক্রয়ের সময়েও উহা উপস্থিত করা যাইবে।

সুইনো এবং কোং বাদির	R. Belchambers
উকিল। হাইকোর্ট আদিম	Registrar
বিভাগ	আর বেল চেম্বারস
২১শে আগষ্ট ১৮৭৭	রেজিষ্ট্রার।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল। ২৯এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

তুর্ক গবর্ণমেণ্ট ও তুর্কির খৃষ্টান প্রজা।

ইংলিশম্যান তুর্কি ও রুশিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে যেরূপ নিরপক্ষতা দেখাইতেছেন, যেরূপ সত্যের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন, যদি তিনি সকল বিষয়ে এই রূপ নিরপক্ষতা ও সত্যানুরাগ দেখাইতেন তাহা হইলে তিনি সমস্ত পৃথিবীর না হউক ভারতবর্ষের অনেক মঙ্গল করিতে পারিতেন। তিনি রুশিয়ার বর্ত্তমান ন্যায়-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, স্বার্থ-পর যুদ্ধ উপলক্ষে যদি ইংরাজ জাতিকে সত্য পথ অবলম্বন করিতে উত্তেজনা করিতেন তাহা হইলে ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের দ্বারা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এরূপ কলঙ্কিত হইত না, যে উদ্দেশে ইংরাজেরা প্রথম ভারতবর্ষ অধিকার করেন সেই উদ্দেশ্য এত দিন সফল হইত, এবং ইংরাজদিগের অন্যান্য অধিকারের ন্যায় ভারতবর্ষ এত দিন ধন জন পূর্ণ হইত, ভারতবর্ষ হইতে অবিচার অন্তর্হিত হইত, এবং আসিয় জাতিগণ ইংরাজদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত মনে করিত। গত শনিবারের ইংলিশম্যানে তুর্কি ও রুশিয়া সম্বন্ধে একটী অপূর্ব্ব প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী পাঠ করিলে কেবল রুশদিগের উপর ঘৃণার উদয় হইবেনা, তুর্কির মুসলমান গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের ভক্তির উদয় হইবে। যদি রুশ গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপীয় রাজাদিগের রাজ শাসন ও রাজ কৌশলের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা যায় এবং তুর্ক গবর্ণমেণ্টকে আশিয় রাজাদিগের রাজ্য শাসনের আদর্শ স্বরূপ মনে করা যায় তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে অসভ্য আশিয় রাজ শাসনে অনেক অবিচার ও অত্যাচার থাকিতে পারে কিন্তু প্রজা অপেক্ষাকৃত সুখে কাল অতিবাহিত করে।

সুলতান অথমান তুর্ক রাজ্যের বিস্তার করেন। অথম্যান কেবল দিগ্বিজয়ী ছিলেননা, তিনি যেরূপ রাজকার্য্য বুঝিতেন সেই রূপ ধার্ম্মিক ছিলেন। তুর্কি যে এই প্রবল শত্রু ব্যূহের মধ্যে এত সজীব অবস্থায় ইউরোপে অবস্থিতি করিতেছে সে কেবল তাঁহার ধর্ম্ম বলে। ওথম্যান তুর্ক রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার উত্তরাধিকারিকে উপদেশ দিয়া যান "কখনও কোন অবিচার করিও না, সদনুষ্ঠানকে অনুরাগ করিও, প্রজা সকলকে সমানরূপে আশ্রয় প্রদান করিও এবং মাহাম্মদের ধর্ম্মোপদেশ সমুদয় প্রচার করিও। রাজাদিগের এইগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং যিনি এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করেন, ইশ্বর তাঁহার মঙ্গল করেন।" বর্ত্তমান সুলতান ওথম্যান হইতে ৩৬ পুরুষ এবং এই দীর্ঘকাল তুর্কির সুলতানেরা ওথম্যানের উপরি উক্ত অমৃতময় উপদেশ গুলি প্রাণপণে ও অতি যত্নে প্রতিপালন করার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় তুর্কিতে মুসলমান সংখ্যা ৩৫২৭০০০, খৃষ্টান ও ইহুদির সংখ্যা ৪৭০৮০০০, অর্থাৎ মুসলমান অপেক্ষা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ১২৬১০০ বেশী। আবার ইউরোপে একটী জাতি নাই যাহার মনে মনে ইচ্ছা নাই যে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের ধ্বংশ হয়। যে ইংরাজেরা তুর্কিকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে তুর্কীর ধ্বংশ হয়, অথচ ইউরোপে যতগুলি পুরাতন রাজ্য আছে তুর্কী ইহাদের প্রায়ই সমকালীয় এবং তুর্ক গবর্ণমেণ্ট সুবিচার, নিরপক্ষতা ও রাজ্যের প্রণালীর নিমিত্ত এত দিন কেবল জীবিত আছে এরূপ নহে, সজীব অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে।

ইউরোপীয় তুর্কীতে খৃষ্টান ও মুসলমানেরা সুখে সচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতেছে। মুসলমানেরা যেরূপ অপ্রতিহতভাবে আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও সেই রূপ নির্ব্বিবাদে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে পারে। বর্ত্তমান সুলতানেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়াছেন এবং তুর্কির চতুপার্শ্বস্থ খৃষ্টান রাজারা অপেক্ষাকৃত প্রবল হওয়াতে অথবা ইংরাজদিগের আধিপত্যের নিমিত্ত তাঁহারা তাহাদের খৃষ্টান প্রজার প্রতি নিরপক্ষ বিচার করেন না। সুলতানেরা ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘকাল হইতেই মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রতি এই রূপ নিরপক্ষতা দেখাইয়া আসিতেছেন। ইংলিশম্যান ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলেন যে, মৌবিস নামক স্থানে একটি গির্জ্জা আছে এটী ১০৬০ অব্দে, টার্জিডাবাতে আর একটি গির্জ্জা অছে সেটি ১৩৬৭ অব্দে ও সিপকাপাসের নিকট আর একটি গির্জ্জা আছে সেটী ১৩৬৭ অব্দে সংস্থাপিত হয়। মাউণ্ট-আথোসের নিকট একটী মট আছে, উহা ইহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯১১ অব্দে স্থাপিত হয়, এবং মঠাধ্যক্ষ এক জন রুশ। সুলতানেরা কেবল খৃষ্টান সাধারণকে এই রূপ রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক আছেন, ইহাদের সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। বলগরিয়াবাসীরা পূর্ব্বে গ্রিকচার্চ্চের অধীন ছিল, কিন্তু বলগরিয়া এই ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া নিজের একটী সম্প্রদায় সংস্থাপন করার প্রস্তাব করে এবং সুলতান তাহাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। ইউরোপে খৃষ্টান জাতির আধিপত্য আছে বলিয়া সুলতানেরা খৃষ্টান প্রজার প্রতি এই রূপ সুবিচার প্রদর্শন করেন না। তাঁহাদের রাজ্যে যে সমুদয় ইহুদি আছে তাহাদের প্রতিও তাঁহারা এই রূপ অনুগ্রহ দেখান। তুর্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে ইহুদিরা যেরূপ সুখে অবস্থিতি করে এরূপ কোন স্থানে তাহারা বাস করে না। তুর্ক রাজ্যে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি যেরূপ সুবিচার হয় ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন বোধ হয় আর কোন রাজ্যে এরূপ সুবিচার হয় না। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইংরাজ বিচারপতিরাও অনেক সময় এই রূপ সুবিচার করেন না।

তুর্ক গবর্ণমেণ্ট কেবল প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে এই রূপ উদারতা দেখান না। খৃষ্টানেরা অন্যান্য বিষয়েও এই রাজ্যে পরম সুখে অবস্থিতি করে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ডেলিনিউসের সম্বাদ দাতা যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহাই প্রকাশ করিলাম। সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন: "বলগরিয়াবাসী খৃষ্টানদিগকে নিষ্পীড়ন হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়া রুশেরা দেখে যে রুশ রাজ্যের কৃষি প্রজা অপেক্ষা বলগরিয়া প্রজার অবস্থা বিস্তর ভাল। রুশেরা যখন বলগরিয়াতে আইসে তখন তাহারা ভাবে যে, তাহারা বলগরিয়ায় আসিয়া দেখিবে যে, খৃষ্টানেরা অন্নাভাবে জরাজীর্ণ হইয়াছে, তাহারা নিষ্পীড়িত হইতেছে, জীবনের এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহাদের ধর্ম্ম, স্ত্রী, ও ধন সম্পত্তি লইয়া সস্তি নাই, কিন্তু তাহারা আসিয়া দেখে যে ইহার কিছুই নহে, বরং বলগরিয়ারা সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছে, অতি বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহাদের শস্য উৎপন্ন হইতেছে, গো মহিষ মেষ প্রভৃতি দ্বারা সমুদয় স্থান পরিপূর্ণ, সকলের গৃহে দুগ্ধ আছে, গো মহিষাদির আহারীয় তৃণ সমুদয় গৃহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেখানে একটি মুসলমান ধর্ম্মালয় আছে সেখানে অন্যূন ছয়টি গির্জ্জা আছে।"

রুশেরা যে ছলনা করিয়া তুর্কি অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইউরোপীয় জাতি মাত্রে এই রূপ ছলনা করিয়া প্রায় অপর রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অপর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রুশেরা যেরূপ বলগরিয়াদিগের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইতেছেন, এই রূপ অনেক সময় তাহারা অবাক হইয়া থাকেন। তবে সকল সময় ইংলিশম্যান অথবা ইংলণ্ডের সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা এরূপ সরলতা দেখান না।

দেশের শস্যের অব

৩রা সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ, উত্ত
এবং মান্দ্রাজে অল্প বৃষ্টি হইয়া
সোলাপুর প্রভৃতি ১২টী জেল
নাশিক, খণ্ডেস ও অপরাপর
উঃপঃ অঞ্চল, কুমাউন, ও ঝান্সি
আগ্রায় অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, অ
নাই। গোদাবরীর উত্তর দিক ব্যতীত
উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে এবং বৃষ্টিতে শস্যে
অনেক উন্নতি হইয়াছে। মহীশূরে ২রা হই
বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, রাজপুতনার স্থানে২ বৃষ্টি
শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, তবে অলোয়
মারোয়ার প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অভাবে ক্ষতি হইতেছে। মধ্য ভারতবর্ষে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে। পঞ্জাবে কেবল জলেন্দার ভিন্ন আর কোন স্থানে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। পঞ্জাবের ছয় সাতটী জেলার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর ছয় সাতটী জেলার শস্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। তবে পঞ্জাবে সকলের গৃহেই প্রায় সঞ্চিত শস্য আছে।

৪টা সেপ্টেম্বর। মান্দ্রাজ, বোম্বাই পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। সিন্ধু দেশেও বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবে শস্যের অবস্থার বিস্তর উপকার হইয়াছে। বৃষ্টি দ্বারা পঞ্জাবের কয়েকটী প্রধান জেলার রবি খন্দের বিস্তর উপকার করিবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। রাজপুতনার স্থানে২, মহীশূরে, ও হাইদ্রাবাদে মন্দ বৃষ্টি হয় নাই। গোদাবরীর উত্তর প্রদেশ ভিন্ন মধ্য প্রদেশের শস্যের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে।

৫ই সেপটেম্বর। মান্দ্রাজের অনেক স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ের অনেক স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, বেরিলীতে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইতেছে। অপর স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশ, গোদাবরীর উত্তরে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। মধ্য ভারতবর্ষে বৃষ্টি হয় নাই। মহীশূরে ও হাইদ্রাবাদে ভারি বৃষ্টি হইয়াছে।

৬ই সেপটেম্বর। মান্দ্রাজের এরূপ স্থান নাই যেখানে বৃষ্টি না হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সামান্যতঃ ভাল হইয়াছে, তবে আহারীয় দ্রব্য ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে। মহীশূরে ও কুর্গে ভারি বৃষ্টি হইয়াছে। অপর স্থানেও বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বৃষ্টি হইয়া অনেক স্থানের শস্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছে, তবে নদীর জলবৃদ্ধি হয় নাই। বৃষ্টিতে বোম্বাইয়ে শস্যের অবস্থা বিস্তর উন্নতি করিয়াছে। মধ্য প্রদেশে গোদাবরীর উত্তর দিক ভিন্ন সর্ব্বত্র বৃষ্টি দ্বারা শস্যের উপকার হইয়াছে। বেহারে বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে। গোয়া, নিমাক ও মধ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৃষ্টি দ্বারা বিস্তর উপকার হইয়াছে। রাজপুতানায়ে বৃষ্টি দ্বারা কতক উপকার হইয়াছে। বাঙ্গালার শস্যের অবস্থা সামান্যতঃ অতি উত্তম। আসামের শস্যের অবস্থা উত্তম। উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যার ও পশ্চিম দিকস্থ জেলাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই। পঞ্জাবে শস্যের অবস্থার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর। মান্দ্রাজের বেলারি, কাডাপা, কার্ণূলে বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ৮ই ও ৯ই তারিখে শোনাপুর, সিন্ধু, বেলগমের স্থানে২, পুনার স্থানে২, ধারায়ারের স্থানে২ বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। তবে গুজরাটে বৃষ্টি হয় নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৮, ৯, ১০ই তারিখে বারাণসী, মৃজাপুর সাহাজাহানপুর মিরাট প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টি হইয়াছে। অপর স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। ৮ই তারিখে পঞ্জাবে ভারি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মধ্য

বরী, উত্তর সাগর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র
তি উত্তম। মহীশূর ও হাইদ্রাবাদে
ছ।

শিত শস্যের অবস্থার বিবরণ
পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। এই
রা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের
ত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানে
হওয়ায় বটে শস্যের অনেক অনিষ্ট
কিন্তু তথাচ ইহা দ্বারা যে মান্দ্রাজ ও মহী-
উপকার হইবে তাহার কোন ভুল নাই।
কৃতিক নিয়ম অনুসারে সুযোগ উপস্থিত হইলে
সচরাচর যে সময়ে যে দ্রব্য পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়
তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উহা
পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মান্দ্রাজ ও মহীশূরের শস্য
যদি একেবারে শুখাইয়া না গিয়া থাকে, অথবা এখন
যদি সেখানে ধান্য রোপণের সময় থাকে তাহা হইলে
তথায় অনা বৃষ্টির নিমিত্ত যে ক্ষতি হইয়াছিল বর্ত্তমান
প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতি দেবী তাহার অনেকটা পূরণ
করিবেন। গত সপ্তাহের বৃষ্টি দ্বারা মান্দ্রাজ ও মহীশূর
ভিন্ন অপর স্থানের শস্যের অবস্থা যে উন্নতি করি-
য়াছে তাহা রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং
যদি বৃষ্টি দ্বারা মান্দ্রাজ ও মহীশূরের কোন উপকারই
না হইয়া থাকে, তবু গবর্ণমেন্ট এই ক্ষণ অপে-
ক্ষৃত সহজে ও অল্প ব্যয়ে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণ
করিতে যে পারিবেন তাহার কোন ভুল নাই।

গত সপ্তাহের যুদ্ধ সম্বন্ধে তারের সম্বাদ।

লণ্ডন ৫ই সেপ্টেম্বর। তুর্কেরা সুকমকেলে পরি-
ত্যাগ করিয়াছে। রুশের সরকারী পত্রে প্রকাশিত
হইয়াছে যে রুশেরা গত কল্য লবাটজ অধিকার
করিয়াছে। ৩১এ আগষ্ট তারিখে প্লেবনাতে যে যুদ্ধ
হয় তাহার বিবরণ ডেলিনিউস প্রকাশ করিয়াছেন।
ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুশেরা জয়ী হইয়াছে
এবং তুর্কদের দুই সহস্র সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।

তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে,
রুশেরা শনিবারে কাডিকোই নামক স্থান অক্রমণ
করে কিন্তু হটিয়া আইসে। তথায় তাহাদের এক শত
লোক হত হয়। তুর্কেরা আরো প্রকাশ করিয়াছে যে,
তাহারা ইরিবান নামক স্থানেও জয়ী হইয়াছে। রুশেরা
সুকমকেলে আক্রমণ করার উদ্যোগ করিতেছে।
রুশিয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ককে-
সাসে যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহা দমন
হইয়াছে। সম্বাদ পত্রের সম্বাদদাতারা প্রকাশ করি-
য়াছেন যে, সলিমান পাশা সিপকাপাস আক্রমণ
করা হইতে এক রূপ নিরস্ত হইয়াছেন।

বোম্বাই ৬ই সেপ্টেম্বর। ডেলিনিউসের সম্বাদ-
দাতা লিখিয়াছেন বলকন্সের উত্তর দিকে ভয়ানক
যুদ্ধ হইবে কিন্তু বলগরিয়াতে রুশদিগের যে সৈন্য দল
আছে তাহা বৃদ্ধি করিতে বিলম্ব হওয়ায় এ বৎসর
যুদ্ধের কদাচিত শেষ হয়। যাহারা অস্ত্র ধারণ করিতে
সক্ষম এরূপ ব্যক্তি মাত্রকে সুলতান যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত
হইবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। তুর্কেরা
নিউইয়ার্কে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে।

লণ্ডন ৫ই সেপ্টেম্বর। রুশিয় সরকারী পত্রে
প্রকাশিত হইয়াছে যে, ৪টা তারিখে কিয়ৎক্ষণের
নিমিত্ত তুর্কেরা কার্ডিকই নামক স্থান অধিকার করে,
কিন্তু শেষে রুশেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করি-
য়াছে। এই যুদ্ধে রুশদিগের ১৮০ জন সৈন্য নষ্ট হয়।
তুর্কদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। সারবিয়ার সৈন্যেরা
যুদ্ধ যাত্রা করার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রিন্স মিলান
তাহাদের অধ্যক্ষতা করিবেন। তুর্কেরা প্রকাশ করিয়াছে
যে, তুর্ক সৈন্যরা রাসগ্রাড হইতে বাইলাতে অগ্রসর
হইতেছে। তাহারা শুব্রেটসিক নামক স্থানে উপস্থিত
হইয়াছে। একটি ভয়ানক সংগ্রাম সত্বর হইবে। রুশিয়
সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১২ ঘণ্টা সংগ্রামের
পর রুশেরা লবাটজ অধিকার করে।

আবদুল করিম পাশা, রেডিফ পাশা প্রভৃতি
যাহারা সিপকাপাশ প্রভৃতি স্থান রক্ষার ভার প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন তুর্ক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে লেমনস নামক
স্থানে নির্ব্বাসন করিয়াছেন।

৭ই সেপ্টেম্বর। মাহাম্মদপাশা তারে সম্বাদ পাঠাই-
য়াছেন, ইয়ার পাশার অধীনস্থ তুর্ক সৈন্যেরা দ্বাদশ
সহস্রক রুশ সৈন্য দলকে লোম নদী পার করিয়া
তাড়াইয়া দিয়াছেন। এই যুদ্ধে তুর্কদের ৯ শত ও
রুশিয়দের তিন হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। উইডি-
নের সৈন্য দল তুর্কেরা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর। টাইমস পত্র প্রকাশ করেন যে,
কনেষ্টেণ্টিনোপোল ও সেণ্টপিটারসবর্গে যুদ্ধ মধ্যস্ত
দ্বারা নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব হইতেছে। কুইন
বিক্টরিয়া সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত রুশ সম্রাটকে
পত্র লিখিয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র নিকসসিক রুশ
কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। যুদ্ধ স্থান হইতে আর কোন
নূতন সম্বাদ প্রকাশ হয় নাই।

৮ইসেপ্টেম্বর। রুশিয়রা সরকারী পত্রের দ্বারা স্বীকার
পাইয়াছেন যে, রুশেরা ইয়ার পাশার সৈন্য দ্বারা বেজি-
লরো নামক স্থানে যুদ্ধে হারিয়া অষ্ট্রিয়াজা নামক
স্থানে হটিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখন বাইলাতে
সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। রষ্টচক অবরোধ পরিত্যাগ
করিয়া গমন করিতে রুশেরা বাধ্য হইয়াছে। পরগোস
নামক সেতু আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তুর্কেরা উদ্যোগ
করিতেছে। গত কল্য প্লেবনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।
যুদ্ধের ফল এখনো প্রকাশ হয় নাই।

বেলগ্রেড, ৭ই সেপ্টেম্বর। সারবিয়ার ব্রিটিশ
রেসিডেণ্ট সারবিয়া গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে
নিষেধ করেন, কিন্তু সার্বিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে,
তাহারা সম্মুখস্থ বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত সকল
রকম উদ্যোগ করিবেন। প্রিন্স বিসমার্ক ও কাউণ্ট
আণ্ড্রাসির সঙ্গে সত্বর মিলন হইবে।

১০ই সেপটেম্বর। রুশ কর্ত্তৃক নিকস্সিক অধিকারের
সম্বাদটী সকলে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রুশ
সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুশদিগের ঝার-
উইচ সৈন্য দল নূতন স্থানে গমন করিয়াছে। ৬ই তারি-
খের রাত্রে প্লেবেনার চতুস্পার্শস্থ উচ্চস্থানে রুশেরা
অজ্ঞাতসারে আগমন করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।
প্লেবেনা ধ্বংশ করার উদ্দেশে রুশেরা ৭ই তারিখ অবধি
কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গত কল্য প্রত্যূষ
পর্য্যন্ত সমানভাবে তাহারা কামানের গুলি বর্ষণ
করিয়াছে। কল্য প্রত্যূষে রুশ সৈন্যেরা প্লেবেনার
দক্ষিণ দিক আরোহণ করিয়াছে। ইহাতে রুশ-
দিগের ৫০০ শত সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। রুশ সৈন্যের
দক্ষিণ পক্ষ ও মধ্য ভাগ বিপক্ষ ব্যূহের ২৬ শত হস্ত
দূরে গমন করিয়াছে। অন রত ভয়ানক কামান বর্ষণ
হইতেছে।

রুশেরা রেডিনিকা নামক স্থানে তাহাদের হেড
কোয়াটার সরিয়া আনিয়াছে। প্রিয়ম নামক স্থানে
রোমাণীয়া সৈন্য ও প্রিন্স চার্লেসের হেড কোয়ার্টার
স্থির হইয়াছে। মহাম্মদ ও সলিমান পাশার সৈন্য
দলের গতি বিধির কোন সম্বাদ নাই। কুরুডারা নামক
স্থানে রুশদিগের আক্রমণোপযোগী কামান আসিয়া
পৌছিয়াছে।

১১ই সেপটেম্বর। প্লেবেনার সৈন্য দলের সঙ্গে
রুশ সম্রাট, গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস এবং প্রিন্স চার্লস
উপস্থিত আছেন।

সোমপ্রকাশ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদের সহানু-
ভূতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র
ক্রোশ দূরে মন্বান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত
শিশু বালক পর্য্যন্ত কষ্টে অধীর হইয়াছে দেখিলে
ভাবতঃ আনন্দের সঞ্চার হয়। আমরাও ইহা
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের এই
আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের উদয় হইয়াছে। আমরা
দেশের দরিদ্র দশা দেখিয়া অনেক সময় মনে কষ্ট
অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান সময় আমাদের
মনে এই কষ্ট আরো অধিক জাগরুক হইয়াছে।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে
কেবল মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষবাসীদিগকে উত্তে-
জনা করিতেছেন না, দেশীয় ও ইংরাজি সমুদয় সম্বাদ
পত্র ইহার উত্তেজনা করিতেছেন, হাইকোর্টের চিফজষ্টিস
পর্য্যন্ত এই কার্য্যে আপনাকে ব্রতী করিয়াছেন, উৎসাহপূর্ণ
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দ্বারে ২ ভিক্ষা করিতেছে, উদ্যোগী
ব্রাহ্মেরা প্রাণ পণে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু
মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি কয়েক জনের দান পরিত্যাগ
করিলে এইক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে ৫
হাজার টাকাও উঠে নাই। মান্দ্রাজবাসীদের প্রতি যে
বঙ্গবাসীরা অবহেলা দেখাইতেছেন অথবা তাহাদের
কষ্টের প্রতি শ্রুক্ষেপ করিতেছেন না বোধ হয় একথা
কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। অপরের দুঃখ শুনিয়া
স্থির হইয়া থাকা বাঙ্গালির স্বভাববিরুদ্ধ। মান্দ্রাজে
যেরূপ সহস্র সহস্র লোক অনশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত
হইতেছে, পিতা মাতা পরিত্যক্ত শিশু সন্তানেরা রাস্থা
ঘাটে বিনা আহারে বিনা যত্নে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে,
ক্ষুৎ পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ সন্তানের
রক্ত ও মাংস পানও আহার করিতেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায়
কুক্কুর শৃগাল আহার করিতেছে, এ সমুদয় লোমহর্ষ
ঘটনা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করা বঙ্গবাসীদের স্বভাবসিদ্ধ
নহে। এই সমুদয় হৃদ্ বিদারক কষ্টের কথা শুনিয়া
বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই অস্থির হইয়াছেন
কিন্তু অস্থির হইয়া তাহারা কেবল নিজের কষ্ট বৃদ্ধি
করিতেছেন, মান্দ্রাজবাসীদের কষ্ট নিবারণ করা ইহা-
দের পক্ষে অসাধ্য। সত্য, যদি গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের
নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করার উদ্যোগ করিতেন তাহা
হইলে এত দিন বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিত, কিন্তু
এই লক্ষ লক্ষ টাকা যে কি গতিকে উঠিত তাহা
আমরাও জানি, গবর্ণমেণ্টও জানেন। ইহাই জানিয়া
লর্ড লিটন এবার গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি জানেন যে গবর্ণ-
মেণ্ট এরূপ অনুষ্ঠান করিয়া দেশের যত উপকার করেন,
তত কি তাহা অপেক্ষা অধিক অপকার করেন।

ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা এবার
ভয়ানক সঙ্কটে পড়িয়াছি। হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন
যে, এ বৎসর পূর্ব্ব বাঙ্গলায় একেবারে জল নাই এবং
জলাভাবে শস্যের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া
উঠিয়াছে। আমরা অন্যান্য স্থান হইতেও এই রূপ
অশুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইতেছি। বেহারের দুর্ভিক্ষের
সময় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, যেখানে চাউলের
মন পাঁচ টাকা মুল্যে বিক্রয় হইবে সেখানে দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইয়াছে এই রূপ সাব্যস্ত করিতে হইবে।
যদি চাউলের মনের মূল্য ৫ টাকা হইলে দুর্ভিক্ষ হয়
তাহা হইলে বাঙ্গলার অনেক স্থানেই এবার সম্পূর্ণ
না হউক প্রায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গলায় এবার আশু
ধান্য মন্দ হয় নাই, কিন্তু তথাচ চাউলের বাজার এখনও
অগ্নি মুল্য আছে। ইহার উপর আবার গবর্ণমেণ্ট
দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত একটী কর স্থাপন করিবেন। একরটী
নিতান্ত লঘু কর হইবে না। যেরূপ শুনা যাইতেছে
তাহাতে করটী বিলক্ষণ গুরুতর হইবে, এমন কি, লর্ড
লিটন করের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এদেশীয়দিগকে
দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিবার নিমিত্ত উত্তেজনা
করিতে শঙ্কুচিত হইতেছেন, সুতরাং এরূপ অবস্থায়
আমরা কি করিব। বঙ্গবাসীদের যদি ২ কি ২৷৷ টাকার
চাউল ৪৷৷, ৫ টাকা মুল্যে ক্রয় করিয়া পরিবার
পালন করিয়া, নিঃস্ব জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে এই দুর্মু
অন্ন দান করিয়া, দুর্ভিক্ষের কর প্রদান করিয়া,
করার সঙ্গতি থাকে তাহা হইলে এরূপ সৎকার্য্য
হইতে যিনি বিমুখ হইবেন তাঁহার ইহ কাল পর

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY SEPTEMBER 13, 1877.

An Anglo-Marathi Paper has been started from ...oona. The *Kiran* is conducted with spirit, and ...hope to see it gradually infusing its genial ... over the entire length and breadth of ...dency.

——000——

...aper announces that Mr. J. E. A. ...Magistrate in charge of the Banka ...alpur, has been suspended, pending ... some charges brought against

——000——

...gine-driver at Rangoon, who struck ...e servants, from the effects of which ...rds, has been convicted only of causing ...enced by Mr. Wilkinson, the Re- ...4 days's simple imprisonment. He ...ity to the charge.

——000——

... to acknowledge with thanks the re- ...a copy of "My Accounts or the Econo- ...ist's Handbook' by Mr. F. F. Wyman just published by Messrs. Wyman and Co. It is like all Wyman's publications, neatly got up, and may prove extremely useful to those who wish to keep an account of their means and expences. It deserves an extensive sale.

——000——

From an official memorandum of the Bengal Government we are glad to learn that His Highness the Maharaja of Burdwan has given Rs. 10,000, and the Maharaja of Mourbhunj, in Orrissa, Rs. 5000, to the Famine Relief Fund. Previous to this Moharani Surnomoyee made the munficient donation of Rs. 10,000 for the same purpose. We are at a loss to understand why this latter sum was not the made the subject of an official memorandum.

——000——

That unfortunate country France is on the verge of another revolution. Mr. Gambetta, one of the leaders of the Republican party, has been sentenced to three months' imprisonment and a fine of 2,000 francs, for making a speech last month at Lille, in which he attacked Government. It appears that Marshal McMahon has secured the army, otherwise he would not have dared to outrage the Republican feeling in this fashion.

——000——

The *Sylhet Prokash* says that as Mr. Judge Muspratt was wending his way on a Sunday the 26th ultimo, perhaps to the Church, he saw a man washing his face. Thereupon he went straight to the man and felled him down by a succession of blows. The case of Jankee, which made such a noise in Bombay, bears some resemblance to this. He was washing his face by the side of a well, when a European Magistrate, who was passing by, administered to him a sound whipping. We do not pretend to know European customs and manners. Will any body inform us whether washing the face is a great offence to European notions?

——0000——

Early on the morning of the 6th instant, Messrs Jackson and Grija Sanker Sen moved the High Court in the case of Dukha Guri of Malda. It was not a motion day, but Mr. Jackson persuaded the hon'ble Judges Markby and Prinsep to grant him a hearing, as he had to make application for a tremendous case. No order was passed on that day, but yesterday the records were called for from the Magistrate of Maldah. Dukha Guri is in Calcutta and has engaged the services of Babu Kedar Nath Mitter. ... friends supplied him with some money which ...ve been already spent and he will need a good deal more to conduct his case. Those who are willing to help him, may send their contribution to Babu Kedar Nath Mitter, Attotney, High Court.

——000——

The information supplied by the *Behar Herald* in connection with the water supply in Shahabad is very provoking on account of its meagerness. Our contemporary says that canal water has been practically refused to the ryots of Shahabad and this refusal may cause a famine there. The water was refused though the Maharaja of Dumraon stood security for his ryots to the extent of two lacs as price of water. Now we must say this is rather a serious charge to bring. But our contemporary has not a hint to guide us who arrived at this decision of refusing to supply water and why. The only information we had of the canal water in Shahabad was when the Maharaja of Dumraon submitted his crushing petition against the imposition of a cess upon canal water. Surely the petition has nothing to do with the refusal, for it was the Maharaja's doing with which the poor people had nothing to do, and moreover it would be a disproportionate punishment to refuse water to the ryots on the ground that their landlord protested to Government against the imposition of a tax which he proved to be unjust.

——000——

We have much pleasure in giving a prominent insertion to the following appeal sent to us by the Secretary of the Poona Sarvajanik Sabha:—

Sir,—I have been directed by the Managing Commitee of the Poona Sarvajanika Sabha to forward the accompanying copy of a Memorial which was adopted at a Famine Conference meeting held in this place on the 19th ultimo, and was presented to His Excellency the Viceroy during his stay here by a deputation of the Sabha. Several delegates from the famine districts were present at the Conference, and some of these formed part of the deputation to the Viceroy. The Memorial summarises the results of the last year's administration of the famine, and shows the urgent need of organizing and extending a liberal system of private charity throughout the famine districts to supplement the relief afforded by government. During the last year, about 15 lacs of Rupees were raised within the limits of the Presidency for charitable relief, and little or no assistance was obtained from the other Presidencies. In 1874, when Bengal was afflicted with a similar calamity, every Taluka and Zilla town subscribed freely for the relief of their fellow countrymen in the afflicted Presidency. Poona alone subscribed nearly 8000 Rs. Now that the resources of local charity have been exhausted, it has become more than ever necessary to appeal to the sympathy and fellow-feeling of the charitably disposed public in the other Presidencies. I have been accordingly directed to request that you will be pleased to exert yourself as far as may be possible, to raise subscriptions in aid of the famine in this Presidency, and to lead the movement yourself by your own liberal example. The disinclination of Government to appeal to the public should not be allowed to hinder the flow of our mutual sympathies towards one another during times of distress. It is true the need of Southern India is far greater than that of this Presidency, where there has been during the past week or two a considerable rain-fall, which affords a hope that the prospects will not be as desperate as they threatened once to be. The distress will however be very great, and will tax to the uttermost all our resources. I trust accordingly that you will respond with your usual magnanimity to this appeal on behalf of the destitute population, many lacs of whom are wholly dependent upon private charity.

The Sabha has for several months past, engaged agents to distribute its charitable funds in all the affected districts, and it will undertake the charge of the proper application of any contributions that you may be pleased to send to my address.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servant.
SHIVARAM HARI SATHE,
Secretary Poona Sarvajanika Sabha.

We hope the generous public will respond to the appeal of the Poona Sava, whose efforts in the cause of the famine cannot be too sufficiently commended.

——000——

Lootoo Khan brought a charge of assault against Burke Shaheb before the Joint Magistrate of Srerampore Mr. A. H. Haggard. Mr. Haggard issued the summons as usual, but he made also the following original remarks: "If the case is false, complainant will be fined." The good Magistrate volunteered this piece of advice, for neither the law nor the customs of the court required him to do it. Lootoo Khan should have taken the hint, for it was clear enough. The hint though expressed in few words was extremely suggestive. It suggested to Lootoo Khan, though the poor apprehensions of Lootoo Khan did not catch it, that he ran a great risk in prosecuting Burke Saheb, that his steps to bring Burke Shaheb before Court were not at all agreeable to the feelings of the Magistrate, and that the Magistrate was aware beforehand that whatever shape the case might assume it would end in Lootoo Khan being fined.

And fined he was ultimately and the prediction of the Magistrate that "Complainant will be fined" was verified to the letter. But the Magistrate himself forgot the conditions under which his prediction was to be verified,—it was "if the case is false." Mr. Haggard did not take care to see whether the condition of the verification of his prediction existed or not. In short, he did not inquire whether "the case is false or not." He simply heard the plaintiff and heard the defendent, and fined the former without taking the deposition of his witnesses.

Lootoo Khan paid the fine, but he resolved to spend twenty times the amount to see whether he could get back his five Rupees. He moved the High Court and the Court having set the order of the Joint Magistrate aside, directed the Magistrate of Howra to try the case. The Court remarks: "We also think it necessary to make the order that this case should be heard by another Magistrate than the Joint-Magistrate of Serampore. We regret exceedingly to make the order but we are under the necessity of making it. I feel bound to say that not only is the Magistrate's final order open to the objection I have mentioned, but that it also shows a disposition to prejudice the cases in making what, I think is an uncalled for and very improper observation on the first complaint that "if the case is false, complainant will be fined." The Magistrate is bound to keep within his own breast any impression or view that he might form in regard to a case before him until he hears the evidence and in this case the Magistrate should have taken care that no such view found expression in the record."

——000——

The President of the Benchua Association with whose writings our readers must be familiar writes to us:—

Sir,—Your writings show that you are not aware of the history of the discovery of the spleen theory in India. I shall give you a brief account of the same.

In the year 1854 when I was a mere boy in the Government school of B, there lived in the Station a gentleman named Mr. R.—Mr. R. was young and handsome. His manners were winning and graceful. He lived in good style, and had a neat carriage drawn by two white horses. He was himself not a Civilian. His father was a Civilian of high position. It was believed that he had inherited vast wealth from his father. He was a great favourite amongst the European ladies of the station. Mr. A-'s sister-in-law and Mr. F—'s daughter who were both young and unmarried were his great favourites. Their familiarity was such that it was whispered in many quarters that one of them was soon to be Mrs. R. Mr S—was the Civil Surgeon. He was an Irishman. He was above 50, very fat and ugly. His manners were uncouth and his pronounciation very bad. He was unmarried. Mr. R-used to take him to the company of the ladies who through his influence received him kindly and familiarly. But to return to our subject. Mr. R. had many servants. One day when he sat to dine and an upcountry servant in semi-military dress was standing like a statue before him his Khanshama entered the room. Mr. R. angrily asked him why the spoons, forks, and cups had not been properly cleansed. The man impertinently said it had been done properly. On this Mr. R. gave him a blow with his fist at the nose and the man fell down on his face on the floor and died instantly. For some time Mr. R. thought that the man was shamming and actually prevented the upcountry servant who attempted to raise him from the floor. When after dinner truth became known to Mr. R. he commanded, the upcountry servant to keep silence. He then locked the door of the room and went directly to the Civil Surgeon. For two hours, he consulted with Mr. S. Returning home he sent information to the police. Daroga, Burkundazes, and Peadahs came immediately and sent the dead body for post mortem examination. Just at the evening the Civil Surgeon directed the father of the Khanshama who was also in the town to take away the body and do the last services in accordance with his religion. On the following day the case was taken up by the Magistrate Mr. A. Mr. R. was accommodated with a chair on the bench. The upcountry man was first examined. He minutely described all he had seen. The Civil Surgeon was next examined. He also filed his report. He said that death had been caused by the rupture of a very enlarged and diseased spleen. In his opinion a mere push or fall on a floor with face downward was quite sufficient to cause the rupture. The defence was taken down. Mr. A in a long judgment convicted Mr. R. of causing simple hurt and sentenced him to pay a fine of Rs. 5. The fine was directed to be made over to the old father of the deceased. When the Sheristedar explained to the old man that his son had died by the rupture of the spleen, he protested vehemently that his son had no spleen in his lifetime. The Magistrate, the Civil Surgeon, and Mr. R. laughed at the ignorance of the old man and he was hurried ... the Court. This was the origin of the spleen theo... An Irish Doctor made the discovery. Like all ... discoveries it has done wonders. Lately some discredit has been thrown on the theory. It is no doubt owing to its indiscriminate application to all cases of natives murdered by Europeans. The theory owed its origin to a case of the death of a native by a blow on the nose. It is time for the Europeans to think of some other theory for the spleen theory, I apprehend will serve them no longer.

——000——

The following horrible account of the means adopted to maintain discipline amongst the famished laborers in Madras will chill the blood:—

Mr. Sharp has been in the habit of sentencing poor devils who could not be regarded as morally very wicked in snatching a handful of rice to satisfy their hunger to the severest floggings with the-cut-o'-nine tails. A hundred and twenty lashes, a hundred and fifty lashes, have been freely given by his orders at the triangle behind the Bellary cutcherry. Sixty persons have been flogged. On Sunday week 12 culprits, men and boys, were tried by him and sentenced, and in the evening after six o'clock he superintended the carrying out of the sentences, sitting on horseback the while. The cries of these poor wretches must have made a discordant vesper as they ascended to Heaven that Sabbath evening. I do not accuse Mr. Sharp of anything worse than an error of judgment in the severity of the sentences. Rice stealing must be put down. and flogging is the most effectual means; it is practically indeed the only available means of putting it down. But 120 or 150 lashes of the cut-o'-nine tails is an excessive punishment in any case. The maximum number of lashes that can be given in the army for the worst offences is but 50 lashes, yet these half-starved rascals get three times what a stout soldier is supposed to be able to endure. Our English garroters rarely get more than 25 lashes, and are less robust than half-famished Madrass coolies. If Mr. Sharp had been content to administers to the adult delinquents a double of dozen lashes the punishment would have been severe, but sensible people would not find much fault with it. But he erred seriously. Here is a list of sentences given on that Sunday, the 19th August, and faithfully carried out the same evening:—

	Age	
Mala Lutchmah	... 14 years...	20 stripes with cane.
Bader Hunoomah	... 15 years...	20 stripes with cane.
Hoosain Saib	... 13 years...	18 stripes with cane.
Begee Hunoomah	... 14 years...	18 stripes with cane.
Madega Lutchma	... Adult ...	110 lashes with cat-o'-nine tails.
Booden Saib	... Do. ...	15 do. do.
Madegah Ramdoo	... 13 years	18 stripes with cane.
Siddu Linga	... Adult ...	120 lashes.
Madega Mauree	... 15 years	20 stripes with cane.
Kaduregah	... 15 years	20 stripes with cane.
Madega Hanoomadoo	... Adult ...	120 lashes with cat-o'nine tails.
Madega Bheemadoo	... Do. ...	11 do. do.

The stolen grain for the theft of which these people were flogged were not above two annas in any case.

Booden Saib was the stoutest fellow of the lot a muscular Musulman. When 70 out of his 150 lashes were administered he fainted, the rest were remitted by Mr. Sharp. Madega Hanoomadoo, a Pariah, received 120 ashes. and then fainted. Restorations had to be applied, It is said that Booden Saib and Madega Hanoo are dead. This I hope is not the case, but the report is very persistent. I see that the local correspondent of your contemporary telegraphed it last Sunday. I purposely refrained from mentioning it in a way which might give to it an importance to which it may not be entitled. I believe the police have been ordered to inquire and report upon the alleged deaths of these men, but no evidence in either way is yet forthcoming. The men are not to be found in Bellary but they may have betaken themselves to their vallages. I sincerely hope that the rumour of their deaths may prove to be unfounded

——000——

HOW THE ENGLISH LOST THEIR INDIAN EMPIRE.

(Being the substance of a dialogue between grandfather and grandson in the twenty-first century.)

Grandson—You promised to tell me how the English lost their Indian Empire. I am very curious to hear all particulars. Will you kindly enlighten me as you promised you would?

Grandfather—Why are you so curious about it? Well, they lost the Empire because they deserved to lose it, is that not sufficient?

G. S. No, you must let me know all particulars in detail. I am curious to know how a wise and brave nation like the English could lose such an Empire as India. People tell me that the English were masters of the art of Government, what folly or mistake did they commit? I am further told that at one time the English name sent a thrill of terror from one end of the country to the other. It must be very curious to know how they happened to evacuate the country.

G. F. Why do you ask me, can't you guess from all that you have heard of the English? Do make the attempt and if you fail to find out the true cause I shall then enlighten you.

G. S. I have already thought about it. I think the English committed the great mistake of teaching the people the great secret which made them so great. It was the learning which they brought from the West.

G. F. No, my son. This learning, which you call the great secret, had a contrary effect upon the people who learnt it. The constant exertion to master the wisdom of the West, which was concealed in a foreign tongue, exhausted their energies so much that many of them lost their eyesight by pouring over books, many felt a giddiness in the head, and all began to grow small and smaller in physique. In short, they lost their manliness, became book-worms, fit for nothing else but making a speech, writing an essay, or copying a draft. Their education rendered them half English in sentiment, and they naturally sympathised more with the English than with their own countrymen, imitating their manners and customs, copying [illegible] vices always, and sometimes some of their virtues. These men in time found that their interest would be best served by clinging to the English, with whose language, manners, and customs they had made themselves familiar. They were shrewd enough to find that under any other nation their services would not be appreciated, and, in short, they were one of the mainstays which served to keep up the Empire of the English.

G. S. I see, I see, book-worms never founded an empire or caused a revolution. I fancy the English were expelled from the country by an united nation. When the English became masters of all India, all the different races of the country banded themselves to expel their common enemy. They sunk their mutual jealousy in their desire to gain independence. Mussulmans and Hindoos found themselves in equal plight, all slaves to the conquerors, and in spite of religious differences they all combined and formed themselves into a power which even the brave English could not resist.

G. F. You are again wrong. You gave credit to the English for their mastery over the art of Government. In fact, they established themselves so in India that it was simply impossible to expel them by force. The days of clubs and spears, swords and buckles, bows and arrows had then gone. Cannons cost lacs of Rupees and wealthy nations vied with each other in lavish expences after means of warfare and defence. Ships were made of iron, cannons with a hundred mouths were invented, and so many improvements made in the art of warfare that mere number or personal courage availed little before them. It was not possible for the people of India to procure arms secretly from other countries or prepare them here. Such an enterprize required vast sums of money which they had not. Then every port and almost every ship were in the hands of the English. Take into note also that sulphur was highly taxed and they kept an account of how much sulphur and iron were consumed by the people. The entire people were disarmed, and they had not even fowling pieces to shoot birds. Even if money and materials could be procured, a big manufactory could not be managed secretly for any length of time.

G. S. Yet I think if the whole nation wished it, the handful of English who held India could have been blown away by the mere breath of two hundred millions.

G. F. Well, the whole nation never wished it. Uninterrupted peace and want of practice rendered the people effiminate. An extremely rigorous administration of criminal justice crushed their spirit. A man who had been only suspected of crime was so harrassed that he lost for ever any love of enterprize or manliness that he might have possessed. The laws were so many and they so enmeshed the nation, and some of them were at such variance with the notions, customs, and religious prejudices of the people that it was impossible not to break some of them.

G. S. Yet two hundred fifty millions, however weak and however unprovided with arms, are too large a number for a few thousand Englishmen to keep in check.

G. F. Yes if they could unite but that was out of the question. That great sin which ruined India never forsook them even at the last moment. This great sin, mutual jealousy, facilitated the entry of new conquerors into the country, and these conquerors after settling themselves in the country became another factor of discord and jealousy. Though subject to the same evils they preferred to suffer the evils than to check them by united efforts. If one race, corporation, or individual tried to do a good and great work, another race, corporation, or individual was immediately found to obstruct it. Even men of education were not free from this national vice. If one tried to find an institution for the instruction of youths, an institution for the utility of which there could be no two opinions, another was found to undermine it surreptitiously. If one pulled the one way the other pulled the other way. Every body wished to rule, none liked to follow, and in this contention the good of their country was lost sight of.

G. S. But how was it that they were so forgetful of their own interest? The nourishment of this unnatural jealousy did not serve their interest.

G. F. Not in the long run certainly, but they were so utterly selfish that they cared for nothing but immediate gain. Sacrifice they did not know how to make. Englishmen carried along with them such an influence that they weaned away any man they chose from the path of duty by a nod, a look, a smile, or a frown. Thus combination even in a very small scale was not possible. Then, again, the interests of the natural leaders of the country were indissolubly blended with those of the English. One great policy of the English was to set up their own men in native states. These kinglings were then again surrounded by the creatures of the paramount power. The zemindars held their right from the English, though subsequently that right was arbitrarily destroyed. The men who had received an education in English thought that their occupation would go under any other *Raj*.

G. S. But yet I don't think you have sufficiently accounted for the phenomenon that, though a few thousand aliens held in subjugation two hundred fifty millions of the people of India they did not make an attempt to throw off the yoke.

G. F. Yes if that yoke was universally disliked it would have been thrown off in spite of all what I have said. But the English rule with its evils had its excellent points. The politic English never broke the camel's back. They created a good deal of discontent by their arbitrary acts but they also gained a good deal of popularity by other beneficial measures. And when they found that the discontent had reached the maximum point beyond which it should not go, they immediately retreated and thus discomfitted those who hankered after a revolution. Their vigilance and thougtfulness in this respect have no parrallel in the annals of the universe. Taking all things into consideration, the people preferred the English *raj* to all others.

G. S. Then how did the English lose their Empire? Perhaps they were pressed in their home by warlike neighbours, and they were obliged to withdraw to defend their home and hearth.

G. F. They lived in an island and they always took care to maintain the biggest and most efficient navy. So an attack from outside was not an easy affair. Then they always avoided a quarrel with the strong and set a powerful neighbour against another and thus kept them employed. While their neighbours cut each other's throats, they stood aloof and enjoyed the scene.

G. S. Well, I give it up. Now will you tell me all?

G. F. The English rule with all its advantages was a costly rule. The servants of the Government were paid in a large scale and everything done in a grand style. The higher servants of the Government were all Englishmen and they carried a good round sum annually from the country. The trades and manufactures of the country were destroyed by unjust acts, or superior tact, knowledge, and resources of the English. The entire population was thus thrown upon land. While the country was drained, the people had no means of replenshing it. The land upon which the people entirely depended——.

G. S. Let me interrupt you. Agriculture is a very profitable business.

G. F. No! All agricultural countries are poor. Well, as I said, the land which alone provided food was so heavily taxed to meet the requirements of a costly Government that it did not even yield a bare subsistence, and the whole nation became absolutely impoverished.

G. S. But why did not the wise English reduce their expences?

G. F. Well, the Government was too weak to be able to do that. If they talked of retrenchment in the Public Works Department, they of the Public Works Department raised a howl; if thy touched the Civil Department, the Civilians raised a howl; if they talked of promoting industries in the country, the great manufacturers of England raised a howl; and to each of these sections and to others, the Government, constituted as it was, had to pay equal attention [illegible] contact of gold so much demoralized the once simple English that the more they got, the more they hankered after it. They lost their virtue which characterised the early conquerors of India and which raised them an Empire, and every one thought of present prospect and immediat[e] gain. Every supreme Governor was quite sa[tis]fied if the Empire endured his term of offi[ce] and did not care what legacy he left to his successor. Though the resources of the countr[y] were so utterly exhausted they would not se[e] [illegible] But Nature could not bear it any longe[r] [illegible] began to shew by unmistakeable signs [illegible] constitution of the country had been tho[roughly] undermined. And at last the country wa[s com]pletely exhausted that a partial droug[ht] [illegible] season caused a wide-spread famin[e] [illegible] to the cost of the Empire, but ye[t] [illegible] the eyes of the English, so wise i[n] [illegible] These famines cost a good deal o[f] [illegible] one famine became the cause of [illegible] than its predecessor. In short, fa[mines] breed famines, and each succeeding [illegible] greater vigor than its progenitor. [illegible] had taken the hint, curbed their exp[enses] [illegible] lowed the exhausted country to regain [illegible] vigor, they might have yet kept the Empi[re] [illegible] they took a quite contrary course. They [illegible] a *Famine Rate*. Thus they imposed a fa[mine rate] upon tracts, which had providentially es[caped] famine, for the benefit of the stricken. And [illegible] method they helped to create famines in tracts which had previously escaped. These famines gradually increased in vigour and frequency, and at last the whole Empire was brought under their sway. People died in hundreds, thousands, and millions, villages were deserted, Provinces were overspread with jungles, and the English left the country.

——ooo——

THE GREAT POST OFFICE CASE.

Those old officers of the Postal Department, who, after a long and faithful service, found themselves suddenly deprived of their means of subsistence; those who were compelled to withdraw to find place for a batch of Eurasian candidates whom Mr. Alpin was so anxious to introduce in the Postal Department will be interested to know that judicial proceedings in the High Court have disclosed facts which are not at all creditable to those who guide the destinies of the department itself. It is well known to the public that Roy Dinabandhu, who, while he lived, was the presiding genius of the postal department until supplanted by Mr. Alpin, had been subjected to a good deal of harrassment by the latter. After the displacement of Babu Dinabandhu, Mr. Alpin ruled the department with a high hand. A man of determined wi[ll], grea[t] ability, and indefatigable industry, he got entir[e] possession of the ears of the then Post Maste[r] General Mr. Grible, whom he induced to introduc[e] many reforms in the department. With one o[f] his reforms we are chiefly concerned—he caused th[e] dismissal of the experienced native officers to find plac[e] for inexperienced Eurasians.

The experiment however failed miserably. His nominees had queer claims to hold service in the department. One was a dismisse[d] servant of Government. Another was in th[e] Railway Department, holding the post [of] a driver or a fireman, and it was therefore thoug[ht] that he would prove an efficient hand in the postal department. It would be however raking up ol[d] and disagreeable matters, our business today bein[g] with Mr. Alpin. This gentleman was brought in the Postal Department by Mr. Hogg the then Director General of Post Office, to watch the proceedings of the Post Master General of Bengal Mr. Tweedie, who now that he is in his element has proved so excellent a Judge. Mr. Hogg however disagreed with Mr. Tweedie, and appointed Mr. Alpin to keep the Post Mastsr General in check. Since then Mr. Alpin got supreme control of the department and he maintained it all alon[g] by his great ability. To him we owe a g[reat] many reforms as also the exclusion of experience[d] native officers. He has all along proved a staun[ch] friend of the Eurasians, and Mr. Alnu[t] who was convicted of disgraceful acts owed his safety and promotion to him.

After introducing Mr. Alpin we shall now proceed to give some account of the case in which Mr. Alpin was found by the High Court to be connected. On the 10th of May 1869 one Wooma Charan Mittra gave to Sharoda Prosad Ghosal some money for the purpose of enabling him to deposit it with the Post Master of Calcutta as part of his security required from him (Sharoda Prosad) as Treasurer of the Calcutta Post Office. In 1876 Wooma Charan Mittra's heirs, Wooma Charan being dead, wanted back the money, and their Attorney wrote to that effect both to Sharoda Prosad and the Postmaster of Calcutta Mr. Alpin. Mr Alpin took no notice of the letter, neither did he make his superiors acquaint with its purport. Now Sharoda Prosad had private transactions with Mr. Alpin the Postmaster, and Messrs Merritt and Mr. Decruz of that office. He was not only the Treasurer of the Calcutta Post Office, but was the banker of Messrs. Alpin, Merrit and Decruz likewise, and in this capacity he spent their money

:. Alpin Rs. 519, Mr. Merritt Rs. 1088, and something to

ıd and Mr. Alpin had got tiffs' Attorney, they together ınd Decruz made an arrange- es to deprive the plaintiffs of propriate the money to their Chandy Charan, a Post Office con- got hold of, who was set up as a cre- whom the original deposit of Sharoda ad was made over on condition that he would pay his debts to Messrs Alpin, Merritt, Decruz, and others. As the the High Court remarks: "the whole transaction was collusive and without consideration;" it was in fact, an arrangement made by these gentlemen to divide the money which properly belonged to Wooma Charan's heirs, and which they knew belonged to them, among themselves. The first thing to be done was to get hold of the deposit money, and that was done by Sharoda Prosad by resigning his post as Treasurer. On his resignation he was at once on the recommendation of Mr. Alpin transfered to another appointment in the Calcutta Post Office, where he had not to give any security.

The heirs of Wooma Charan now sued for their dues, and when the Registrar of the High Court attached the money deposited in the Calcutta Post Office, Mr. Alpin denied their claims *in toto*, and concealed the fact of his receiving the letter from the plaintiff's Attorney. The Postmaster General of Bengal had filed a written statement on behalf of Government in accordance with the representations made to him by Mr. Alpin. From him that fact was concealed too. The Government was made a defendant in this case but it was dismissed from the suit. On this point the High Court Judge remarks: "I also directed that the costs of the Government should be paid by the plaintiffs. That order was made by me in entire ignorance of the interest which the Postmaster of Calcutta and other principal officers of that office had in the matter. Had I then known what their official and their private connection with this Government paper had been I should certainly not have directed the plaintiffs to pay the Government any cost." We can do no better than quote here the remarks of the High Court Judge upon the conduct of Mr. Alpin in this disgraceful affair:—

Let me consider how the case stands on Mr. Alpin's own evidence. Mr. Alpin is the head officer. His practice was, to allow his pay to pass through the hands of Saroda, the treasurer, by whom all his accounts were kept. I may remark in passing that no stronger example of the dangers and temptations arising from such a practice can be imagined than is afforded by the present case.

In the end of October or beginning of November he knew that Sarodapersaud was considerably indebted to him to the extent of Rs. 400 or upwards.

In the middle of November he officially received the first notice from the plaintiff's attorney explaining the nature of their claims. Though this letter was addressed to him officially, and though he knew that the papers referred to were included in and represented by the new note, which remained in deposit with the Post Office, he took no notice of the letter and never sent any reply. All he had was to have a conversation on the subject with Sarodapersaud. On the 8th of December Sarodapersaud told him he owed him Rs. 519, and that he owed Mr. Merritt, the Deputy Post Master [whose banker also Saroda had been] Rs. 1,088, and that he also owed money to Mr. D'Cruz [another of Mr. Alpin's principal subordinates] and to other people. Thereupon, on the 8th, for what reason in particular does not appear, inasmuch as there was no defalcation in his accounts as a Goverumet Officer, Sarodapersaud resigned his appointment as treasurer. Two days afterwards one Sunday, the 10th he saw Alpin at his private house and told him he proposed assigning the security note for Rs. 5009 to Chundee Churn Dutt, who would pay his most pressing creditors. This Chundee Churn is also well known personally to Alpin, being a Post Office contractor and constantly employed in the Office, managing contracts which stand either in his own name or in his brothers. A few days later, some days before the 15th, Chundee Churn saw Alpin and asked whether Government had any claim against the Rs. 5000 paper in deposit as Saroda's security, and Alpin answered that he could say Government had no claim as regards the cash which was all correct, but could not say as to his general accounts, which had still to he audited. Mr. Alpin affirms that on his acnusion he gave Chundee Churn no hint as to the exiatence of the plaintiffs' claim. Of course it is necessary for the defendant Chundee Churn's case, that Alpin should deny having told him of the plaintiffs claim; but if that denial be true [and on the whole evidence I have difficulty in believiug that it is] then Mr. Alpin is in this disagreeable position that whereas he had official notice of the plaintiff's claim, and whereas he knew that Chundee Churn proposed to take over the note under an arrangement by which Alpin and Merrit and D'Cruz were to be paid off, he considered it consistent with his duty as a public officer and his conscience as a man of ordinary honesty, to keep back from Chundee Churn the fact that he had as Post Master of Calcutta been served with formal notice asserting a claim, which if true was a valid legal claim in respect of a substantial portion of the Government paper in question.

* * * *

Mr. Alpin says that his reply of the 19th December was written by order of Mr. Gribble who was then Post Master General for Bengal, to whom he explained the case. But he admits that his explanation did not comprise the very important facts that he had been served with the notice of November, and that on the 15th December, an arrangement had with his consent been come to for making over the note to Chundee Churan, who had in consideration thereof paid or agreed to pay, certain sums to himself (Alpin) and Mr. Merritt. I wholly disbelieve that Mr. Gribble would have sanctioned the writing of those letters if he had had the smallest conception of the true state of affairs.

When subsequently the Postmaster General of Bengal filed a written statement on behalf of Government, not a word was sāid in it of this notice of November; was any mention made of it in the the Postmaster General's affidavit as to documents, although the notice was lying in Mr. Alpin's hands all the time.

It is now for the Government and the Postal authorities to judge whether or not a complete overhauling of the Postal department is necessary. We believe in no other department would the higher officers be allowed to have pecuniary transactions with their subordinates. Mr. Alpin has certainly not shown himself in an enviable light in this case and it is for the Government to decide whether a man who has been a party to a most disgraceful conspiracy ought to hold such a high and responsible post as that of the Postmaster of Calcutta. Will the Government make an inquiry, how many Eurasian gentlemen found entry into the Postal Department since Mr. Alpin got his post, how many of them have been found failing, and how many have been excused?

SCRAPS AND COMMENTS.

The Gwaliar correspondent of the Agra paper writes that Maharaja Sindia has sanctioned a sum of forty lakhs of rupees to be distributed to the different subhayats for the purpose of immediately proceeding with public works to give relief to the actually suffering poor.

The latest intelligence from Kashgar, given by the Russian traveller Prejevalsky, is that the Chinese forces, after taking Turfan and Toksun, were advancing on Karashahar. A contemporary tells us that Karashahar is a walled city, with a thousand houses, about eighty miles from Kuria, where the Amir Yakub Beg was murdered. Near the town is a strong fort, built by the late Amir.

Perth papers received by the Australian mail mention the extraordinary disappearance of two islands—the Barker Islands—and their inhabitants. It appears that during Mr. Weld's administration, Captain Fisher, a Tasmanian capitalist, purchased from the West Australian Government the right to remove guano from two islands on the coast, described on the chart and known as the Barker Islands, and situated in Lat. 14 S., Long. 126 E. Captain Fisher despatched three vessels in April, with labourers and appliances for shipping the guano; but, when the vessels arrived at the place where the islands were known to be, there was nothing to be seen but water. The islands had disappeared entirely, how and when is at present a mystery. It was generally supposed that Australia lay out of the line of active-volcanic agency, so that the phenomenon is all the more remarkable.

A correspondent, writing to the *Civil and Military Gazette* from the Frontier, says that the natives about there believe and openly state, that the Turkish Envoy has been sent by the Sultan, at the solicitation of the English, to prevail upon the Frontier tribes to give up molesting the British, and that the Ameer of Cabul and the Akhoond of Swat are to be asked to use their influence in obtaining so desirable a consummation. The correspondent adds: "Of course this can be laughed at and ridiculed, but for all that, it shows to what a low ebb our old *prestige* has fallen on these borders.

The *Civil and Military Gazette* says that military preparations are being actively pressed on at Cabul. The Amir has proclaimed that the season for war is approaching, and appealed to the loyalty of his army and country to support him. Enthusiastic assruances have been made in reply. A detachment of troops has been sent from Cabul to the Fort at Ali Musjid, and another to Jellalabad.

Constant correspondence, it is reported in the *Civil and Military Gazette*, passes between the Khan of Khelat and the Amir of Cabul, who is evidently trying to win over all the Mahomedan Chiefs to engage in a common cause. Expectation of war in the coming cold season is rife, not only through Afghanistan but in every village on the Frontier, from Swat to Khelat, and that the Amir is doing his utmost to excite the ferment in men's minds is universally understood. He himself spends his whole time in the consideration of military matters, and in inspecting his troops and military establishments.

The Amir of Cabul, according to the Lahore paper, "recently addressed the ruler of Kashgar, complaining that as an old ally of Cabul he was secretly establishing friendly relations with the Cashmere ruler who was only a subordinate to the British. The Kashgar Chief is said to have replied that every man made his own friendships as he thought fit and that as no enmity existed between Afghanistan and Cashmere, to his knowledge, he did not understand why his friendliness to the latter State should give the Amir any uneasiness. If it could be shown that the Cashmere ruler was hostile in any way to Cabul, he might alter his sentiments on this head, but in any case he was actuated only by friendly sentiments towards the Amir.

The Russophile *Daily News* Special Correspondent, who was with the Russian at the battle of Plevna, writes as follows with respect to the condition of the Bulgarian peasantry:—

It remains to be seen whether this Plevna reverse is to diminish or add to the chances of early peace. I fear the former, because the Turks will be naturally encouraged, and the military honour of the Russians will be at stake. Just before the Plevna discomfiture, I believe that the frame of mind at Bejela was eminently pacific. The truth is that, so far as regards the army, the war has lost its character of a crusade. And if the army is thus affected by the exercise of the commonest faculty of observation, its views must reach on Russia, with which epistolary communication, if slow, is unrestricted. Any number of officers, many of a high rank and more than one in the personal suite of His Majesty the Emperor, have spoken to me without reserve on a topic which is of deep interest for us all. They declare themselves to have laboured under the most profound misconception as to the condition of the Bulgarian Christians. They had believed them oppressed, impeded, impoverished, impeded in the exercise of their religion, sure not for an hour of their lives, of the honour of their women, of their property. It was in this belief that they thrilled with enthusiasm for a veritable war of liberation. And, they continue, how do we actually find the Bulgarians? They live in the most perfect comfort: the Russian peasant cannot compare with them in comfort, competence, or prosperity. Personally, I may add that I should be glad if the English peasantry were at all near them in these attributes. Their grain crops stretch far and wide. Every village has its teeming herds of cattle, brood mares with foals, goats, and sheep. The houses are palaces compared with the subterranean hovels of the Roumanian and Wallachian peasants. Last year's straw is yet in their stack-yards. Milk may be bought in every house. In the villages, for one mosque, there are half-a-dozen Christian churches. No man experiences anywhere a difficulty in getting silver for a napoleon. And the Bulgarian villager is by no means enthusiastic over his 'liberation'—especially as it entails while in progress a fair chance of his having his house burnt and his throat cut by the Turkish irregulars. But while he is spared this fate, and pending the achievement of his liberation, he has as good a notion of turning an honest penny as if he were a Yankee or a Scot. He 'sticks' the Russians unmercifully. So far as circumstances permit, they pay for all Bulgarian property, in the way of forage, &c., which they consume. And don't they have to pay! The Bulgarian realises that, in this matter, he is the master of the situation and lines his pocket accordingly—puts money in his purse, Iago.

Thus the Russians, having gone into Bulgaria as "liberators," have found to their surprise that the Bulgarians are immeasurably better off than many European peasantry. They expected to find the Bulgarian Christians oppressed, impoverished, impeded in the exercise of their religion, sure not for an hour of their lives, of the honour of their women, of their property; and how do they actually find them? They live in comfort, and are about the most acute and prosperous peasantry in Europe!

The arrival of the Ambassador of Room at Cabul is eagerly expected by the people. As it will be an extraordinary event in the annals of Afghanistan, the city is being cleaned and the houses white-washed, and the apparel and the liveries of men renewed, to impart grandeur, and impose a view of prosperity upon the whole exterior. A palatial house is being prepared and elegantly furnished for the reception of the distinguished guest. Zakaria Khan, the confidential and enlightened counsellor of the Amir, has been intrusted with the office of entertainment; in fact, nothing is overlooked to render the hospitality complete. Trustworthy officers have been appointed at stages along the line of road to supply the ambassador's wants and attend to his comforts; relays of fleet horses have been provided, and sufficiently mounted escorts detailed for his safety. While these measures are being taken and executed, the Amir is indulging himself in the fastidiousness of his policy towards Room. In a Durbar lately held, he stated that although Cabul is under no obligation to Room for any beneficial act, yet in compliance with the earnest representations of his people and courtiers, and the distressed appeals of his co-religionists in Turkey, he thinks it is duty to assist them; concluding the speech with the observation that if the former alliance between him and the English be fully restored, he would assist the Porte to the extent his Ambassador desires.

On Monday night, Aug, 13, India was the subject of a little conversation in the Chamber of hereditary Legislators. Lord Stratheden and Campbell presented a petition in which were embodied certain distinct charges made against the Chief of Palitana by his kinsmen—such as the illegal imposition of new taxes and imprisonment of those who refused to pay. The complaint, Lord Campbell explained, reflected on the Indian Viceroy's Secretary of State in Council. Lord Salisbury, in reply said that the alleged grievance was an old one, that Palitana was not within her Majesty's dominions, but that it was a small State controlled by Resident, and that successive Residents had reported favourably of the Chief of Palitana's claims—the upshot being that he had only employed violence when his just authority had been resisted and his soldiers outraged.

The second Indian topic was introduced by a question of Lord Shaftesbury, on the subject of the employment of children in Indian mills and factories. The reports, Lord Shaftesbury remarked, as to the state of things existing in India were diametrically opposed—according to some, their condition was all that was delightful, according to others all that was abominable. Lord Salisbu

ry, in reply, dwelt on the personal feelings and prejudsces which were imported into the subject, by the rivalry between Lancashire and Bombay, and on the fact that, because certain conditions of work were unhealthy in England, it did not necessarily follow that they were unhealthy in India, He admitted, however, his private opinion that Indian children were overworked, and he added that he was now expecting despatches on the subject from the Government of India.

Germany is well represented by officers at the operations of the Russian armies in Europe. These officers consist of General von Werder, who is attached to the staff of the Czar, and is constantly with his Majesty; Major von Liegnitz, of the German Embassy at St. Petersburg, who is attached to the corps of General Gourko beyond the Balkans; and Major von Willaume and Bount Wedell, who are with the 9th Army Corps, commanded by General Krudener, and who, after being present at the capture of Nicopolis, witnessed the reverses at Plevna. One of these officers is to be attached to the army, of the Czarewitch, which consists of the 12th and 13th Corps combined, as soon as it shall undertake any important operations. In addition to these attaches, Prince Louis of Battenberg, second son of Prince Alexander of Hesse, and nephew of the Czar, is with the corps of General Dragimirowitch, and, having been one of the first officers to cross the Danube, his uncle gave him the cross of St. Vladimir to commemorate the event. Lieutenant Oldekop, of the German navy, has just arrived upon the Danube, and he has been instructed to accompany the Grand-Duke Alexis, who, in command of the frigate *Svetlana*, which he has navigated round the world, is ordered to take possession of the Turkish monitors captured in the Danube. Lieutenant Oldekop has been specially instructed to study the improvements and novelties effected by the Russians in the making and the employment of tropedoes.

Vanity Fair is most vehemently urging England to form a treaty of alliance with France and Austria and says:—

"England is at this moment on her trial before the world If she allies herself with her two natural allies it is not for aggression, but for general defence, not less for the defence of herself than for that of Austria and France.

If now she stands aloof and keeps herself isolated, what is she to expect but that the very danger which she dreads—namely, the provoking the hostility of Germany—must inevitably come at last? Suppose a French or Austrian care to become, as but for this league it will become, a reality; suppose the league to be between Italy, Germany, Austria, and Russia instead of between England, France, and Austria, what must follow?

First, the separate peace between Russia and Turkey and the insurrection of the Mussulmans of India—Secondly, the partition of Austria German Austria to Prussia, Sclavonic Austrian Russia, Hungary treated as another Ireland; then, or simultaneously, the further partition of France. What terms can England expect then but the mere permission to live as a tenth-rate State, with limitations as to her fleet; with Germany, now having taken possession of Holland, dictating terms as to what colonies she shall surrender; with her trade passed away to Germany, her Indian possessions left from her partly by anarchical revolt, partly by cession, and nothing left to her but that bitter memory of a glorious past, of lost honour, of misused opportunity and deserved punishment.

The epitome of all this may be thus stated: never was the danger greater for England or the extrication easier.

She is in danger from a combination between Germany and Russia, if Austria, be drawn into that combination.

She can terminate any such project by joining a counter combination between herself, Austria, and France.

Such a league would add most materially to her prosperity. So far from endangering the peace of Europe, it would be a permanent guarantee for that peace enduring.

It wonld restore to England the allies and the prestige she has lost, and give her security for her Eastern Empire.

* * * *

Is it desiable and your duty to keep your Indian Mussulman population loyal, or is it not? Can that be done by standing with your arms folded when Mussulman women and children are being exterminated by the soldiers of the Emperor to whom your foreign Ministers writes such polite letters?

It is desirable that you should see State after State of Europe partitioned, and make no signs of disapproval? It is desirable that you, calling yourselves the first of Maritime Powers, should give over the arrangement of the map of Europe to the Military Powers, and this when you can make a triple alliance that will completely keep those large armies in check?"

The Peshawur correspondent of the *Pioneer* writes:—

The Turkish Envoy, Ahmad Khaloussi Effendi, has started on his way to Cabul. Shere Ali is credited with being most anxious to receive him with all honor, and he has sent a powerful escort to see his guest safe through the Khyber. The Envoy will carry with him to Central Asia more reliable news of the events of the war than the Russians will have cared to disseminate up to the present; and it is not at all unlikely that the populations of Bokhara, Khiva and Kokand may rise against the oppressive infidel, now that it will be impossible for the army of occupation to receive reinforcements from the mother country. The Envoy is credited with friendly feelings towards the British Government, and it is thought he will use his endeavours to bring about a reconciliation between us and the Amir. It is beginning to leak out that the Akhund of Swat accorded a very cold reception to the deputation of Turks sent to him a few days ago from Rawal Pindi. He was annoyed, it appears, that the Effendi did not consider him sufficiently important to visit in person instead of by deputy; and he refused with scorn the proffered presents of an English carriage-clock and some other gifts equally inappropriate. But the Akhund, now on the edge of the grave, has never even in his youngest days countenanced the stirring of strife, and it is probable he viewed with disfavour a mission to Cabul for the almost declared purpose of entangling the whole of Central Asia in a religious war.

Manchester will find another rival in cotton manufactures in China. A Chinese company, with a capital of 200,000 taels, is about to be started at Shanghai, to build a mill for manufacturing cotton goods. The machinary will be imported from England, but worked by Chinese. This time it is not subject India but free China, so Manchester is likely to be driven out from one of the most profitable markets in the world.

The Paris correspondent of the *Pioneer* gives the following translation of Osman Pacha's despatch of the 31st July, on the victory at Plevna, from the *Temps*:—

As I had the honour to inform you by my previous short telegram, the enemy yesterday bore down on our camp at three different sides. After a violent artillery combat, which lasted two hours, the enemy organized his assaulting columns, which marched upon us with fury. Simultaneously the Russians attacked the two bastions at the east of Plevna which were under command of Emin Bey, Colonel of the 2nd Regiment of Infantry of the 2nd Army Corps. These assaults, though five or six times vigorously renewed, were repulsed with enormous loss to the enemy by our troops, who, confident in the Divine protection and the aid of the Prophet, admirably conducted themselves, keeping up a sustained fire of artillery and musketry when not fighting with the bayonet. This sanguinary combat lasted from half past two in the night until morning without any cessation on the part of the Russians of their attacks on the two bastions which remain covered with their dead. According to information from a prisoner taken at two last night, the forces attacking us amounted to 60,000 infantry, forming six divisions, with two or three regiments of cavalry, and more than forty pieces of artillery. Only three of these divisions were engaged, the other three being kept in reserve. To-day, Tuesday, the enemy commenced another attack about half past eleven. After a violent artillery engagement of about an hour, the Russians again several times assaulted the bastions; but continually beaten off by our troops; they at the last withdrew to their camp. The number of dead the enemy left on the bastions and other points of attack amounts, without the least exaggeration, to more than 8,000. The wounded must undoubtedly be double or treble this number. We took from the enemy a four-horsed wagon full of ammunition. The muskets and other effects which have fallen into our hands are innumerable. Our losses in the battle amount to little more than about 100 killed and 300 wounded. The splendid resistance offered by our men. and finally, the thorough defeat they inflicted on such considerable forces, we feel to be due to the special favour of Divine Providence, to the spiritual aid of the Prophet, and to the happy fortune of our Sultan, whom the soldiers loudly acclaimed after victory.

The following letter which appears in the *Delhi Gazette* will be read with interest:—

"I hasten to ask you to give publicity to my strange and recent rencounter on the road from Jhansi to Calpee. I was halting for the day at that old ruined Bundeela stronghold, Chirgong, and in the cool of the morning was strolling about the place; suddenly, at the intersection of two streets, I came upon a palkee being carried round the corner I had just turned, and caught a momentary glimpse of a perfectly fair, plain, but pleasing-looking female with brown hair, and a slightly freckled face.

"How very fair for a native," thought I, as I walked on dak-bungalow-wards.

The same afternoon, while lounging in the verandah, I was startled by a woman creeping up and whispering "Sahib! sahib!" On turning and asking her wants, she said, "I am the dhaie of Naseeban Begum, and she has been weeping ever since she saw you in the bazzar this morning."

Astonished at this address, I asked what she meant, and then came out the following strange story:—"Begum Sahib says, you are the first European she has seen since she was a child of five years of age; that her name was Lucy baba; that she recollects her father and mother; that her father wrote for another sahib; that one day, (she recollects it was her fifth birthday, and she wore a white frock and blue sash, she was playing in the back garden with her ayah, and her father and mother were sitting on the chabootra in front of the house) there was suddenly a great *hallah*, and she was dragged away by some strange natives; that as she was being carried away screaming, she saw the bungalow burning; that she was kindly treated, and carried a long way to a place in the *dehat* called Barwæ, and taken into the zenana of a zemindar, Mohamed Yakoob Khan; that she soon forgot her English customs and language and became a Moosalmanee; that ten years ago she married Sekandar Khan and has four children; that she was happy and content until this morning, when the sight of your face brought back her father and mother, and she wants to know if you can tell her anything about them."

Bewildered by this strange narrative, and more so, by the final request, I hardly knew what to say, and was collecting my thoughts, when I was further discomposed by the woman grasping my feet and imploring me to help her mistress, who was weeping at home. Suddenly rising she wishpered, 'Sahib, I am watched,' and glided away in the now falling darkness. I saw her no more, nor could I learn anything about poor Lucy baba, further than that a large palkee dak had left Chirgong at midnight.

Was Lucy a mutiny waif?

J. McGregor Watson, Planter.

Cawnpore, September 1st.

A correspondent writes to a contemporary to say that "a perfect cure for scorpion stings is a little table salt diluted in a spoonful of brandy, and then well rubbed into the punctured part. I tried this remedy the other day, and the result was as stated. There will, of course, be a slight numbness in the region of the part affected for a short time."

Fifty lacs of rupees are being spent in Madras per mensem on faminie relief measures; and, the *Madras Mail* says "there is very small chance of a material reduction in the expenditure until February, unless the prospects improve in an almost miraculous manner."

The pruning knife is again at work on the Educational Department in the N. W. Provinces and the Anglo Sanskrit Department attached to the Benares College is to be abolished almost immediately. Dr. Thibant, the Professor, has been temporarily attached to the staff of the Muir Central College as Professo[r] ... Philosophy.

A lecture by the Very R... S. J., will be delivered this F... at the Science Association. S... Light.

The following is the telegraphic sum... week:—

London, 5th September.

The Turks have evacuated Souknmkale.

A Russian official despatch states that the Russians captured Lovatz yesterday.

The Turkish Parliament is convoked for the 13th November.

The *Daily News* has published an account of the battle on the 31st east of Plevna, and states that the Russians were victorious; the Turkish loss was 2,000 men.

London, 5th September.

Mons. Theirs will receive a public funeral, Jules Grevy will probably succeed him as leader of the Republican party.

A Turkish official despatch states that the Russians attacked Kadikoi on Saturday, but were repulsed with a loss of 100 men. According to unofficial Turkish accounts the Turks claim a victory on the plain of Erivan. They have reconnoitred up to the river Araxes.

The Russians are threatening Soukumkale.

A Russian official despatch states that the insurrectionary movement in the Caucasus is suppressed.

Nespaper correspondents state that Suleman Pasha has virtually abandoned the attack on the Schipka pass.

Bombay, 6th September, 14th 24m.

The *Daily News* war correspondent says that great battles will be fought North of the Balkans, but that the war cannot be finished this year, in consequence of the difficulty of reinforcing the Bulgarian army.

The Sultan has called out all men capable of bearing arms.

Turkish agents in New York are recruiting troops.

London, 5th September.

According to a Russian official despatch, the Turks temporarily occupied Kadikoi on the 4th instant, but were afterwards expelled with heavy loss, the Russian loss being 180.

The Servian Militia have received their marching orders. Prince Milan will assume cammand.

Turkish unofficial accounts state that the Turkish army corps at Rasgrad is advancing towards Biela, and has already arrived at Obretnik. A great battle is believed imminent.

A Russian official despatch confirms the capture of Lovatz after twelve hour's fighting.

Abdul Kerim Pacha, Redif Pacha, and the commanders of Scutari, Sistova, and at the Schipka Pass have been banished to Lemnos.

London, Sept. 7.

Mehomed Pacha telegraphs that Eyoub's Corps, divided into two columns, has driven the Twelfth Army Corps across the river Lom. Russian loss was 3,000, and the Turkish 900 men.

The garrison of Widdin has been reinforced.

Bombay September 9.

The *Times* says that there are rumours that mediation is desired at Constantinople and St. Petersburg.

The Queen is said to have written a letter to the Czar, urging peace.

London, September 9.

A Vienna despatch states that Nicksich has capitulated. No further news received from Plevna, Schipka Pass, or Eastern Bulgaria.

London, September 8.

A Russian official despatch admits that the Russians were defeated, with heavy loss, by Eyoub Pacha's corps at Kazelevo, had to fall back upon Astriza, and are now concentrating on Biela. The Russians have been compelled to raise the blockade of Rustchuk. The Turks are threatening the bridge at Pyrgos. A battle commenced at Plevna yesterday morning. The result is unknown.

Belgrade, September 7.

The Servian Minister of Foreign Affairs, replying to representations made by the British Diplomatic Agent and Consul-General here against the warlike preparations being made by Servia, says that Servia must be prepared for every emergency.

an interview between Prince Bismarck and Count Andrassy takes place shortly.

London, Sept. 10.

The capitulation of Nicksics is fully confirmed. A Russian official despatch states that the army of the Czarwitch has withdrawn to new positions. On the night of the 6th, the Russians arrived before Plevna and constructed siege works unobserved on heights around. On the 7th, they commenced a bombardment which was continous up to yesterday morning, when the Russian Left Wing occupied the Southern heights, with a loss of 500 men. The Right Wing and centre approached to within 1,300 yards of the enemy's entrenchments. A furious connonade was kept up throughout.

London, Sept. 10.

The Russian headquarters have been transferred to Kadenica between Bulgreni and Goredin. The headquaters of Prince Charles and Romania Army are at Poredin. No further news of movements of Mehemeh Pacha or Suleiman has been received. Russian seige artillery has commenced arriving at Kurudara.

Londoo, Sept. 11.

The Czar, Grand Duke Nicholas and Prince Charles of Roumania are with Russia and Roumania army attacking Plevna. No further news from the seat of war.

Paris, September 11.

The trial of M. Gembetta for the speach made last month at Lialle, in which he attacked the Government, was concluded to-day. The defendant, who was not present in Court, was sentenced to three months' imprisonment and a fine of 2,000 francs.

Viennah, September 11.

At a banquet to-day, at which the Emperor of Austria was present, His Majesty, in proposing the health of the Czar, spoke of him as his dear friend and ally.

London, September 12.

The Russian official despatch states that the bombardment of Plevna still continued the evening of the 10th, and that they captured another height commnding town The Russian Cavalry have defeated the Tuakish Cavalry on the road to Sophia. No news has been received from the seat of war elsewhere.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

কাল নষ্ট হইবে। কিন্তু যদি অ[illegible]স্থলতা না থাকে তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য? হিন্দুরা দয়া বৃত্তির উপাসক। ইহারা নিতান্ত সঙ্কটে পড়িয়াও তাহাদের এই উপাস্য দেবতাকে অতৃপ্ত রাখিতে পারে না। কিন্তু দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্ব কি পরিবারকে উপেক্ষা করাও ধর্ম্ম নহে। আবার মান্দ্রাজবাসীদের ভরণ পোষণের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহন করিতেছেন। ইহাও তাঁহারা স্বদেশ হইতে অর্থ আনিয়া সমাধা করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত মাসে যে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন এ সমুদয় আমাদেরই টাকা, আবার আমরা দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে কর প্রদান করিব। সেখানে আমাদের কোন্ বিষয়ে ত্রুটি হইতেছে? যে রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিবেন সে আমাদেরই অর্থ। বর্ত্তমান রাজস্বে সংকুলান না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট যে নূতন কর স্থাপন করিতেছেন সেও আমরা দিব। সেখানে যদি আমাদের প্রদত্ত রাজস্ব দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে আবার দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দান করার প্রয়োজন কি? নামের নিমিত্ত দান করা বাঙ্গালির স্বভাবসিদ্ধ নহে এবং তাহাদের সেরূপ অবস্থাও নহে। আবার নাম হইবে এরূপ দান করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহাদের তত সঙ্গতি আছে তাহারা দান করিলে কোন ক্ষতি হইবে না, তবে সঙ্কটাপন্ন দেশীয় লোককে সাহায্য দান আমরা যথেষ্ট করিতেছি, কারণ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিমিত্ত যত অর্থ দান করিতেছেন তাহাতে আমাদের অংশ আছে।

ইটালি দেশীয় রোমেল নামক এক জন ডাক্তার মুমুর্ষাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সজীব করার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেন। রক্ত দূষিত হইয়া ও রক্ত অভাবে অনেক রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। ডাক্তার রোমেল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে এরূপ অবস্থায় যদি রুগ্ন ব্যক্তির শরীরে কোন সবল সুস্থ ব্যক্তির রক্ত প্রবিষ্ট করা যায় তাহা হইলে অনেক স্থলে রোগী রক্ষা পায়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ডাক্তার ব্লাংস নামক এক জন ডাক্তার তিন জন মুমুর্ষাবস্থাপন্ন রোগীকে এই উপায়ে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি এক জনের শরীরে পরিশুদ্ধ সাত আউন্স রক্ত প্রবেশ করান এবং এই রক্তের বলে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। দ্বিতীয় রোগীর রক্ত দূষিত হয় এবং সমস্ত শরীরে স্ফোটক হইতে থাকে। ইহার তাড়শে তাহার রাত্রি দিন জ্বর হইত যখন তাহার শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত ডাক্তার তাহাকে টেবেলের উপর শয়ান করান, তখন রোগীকে দেখিলে কাহার চিনিবার সাধ্য ছিল না যে সে মৃত কি জীবিত। ডাক্তার এই অবস্থায় রোগীর শরীরের মধ্যে ৫ আউন্স রক্ত নিঃক্ষেপ করেন। তৃতীয় রোগী এক জন ইংরাজ বালক। স্নান করিবার সময় ইহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হয়। বালকের সমুদয় [illegible] প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যায় এবং কয়েক দিন [illegible]ার জীবন সংশয়াপন্ন থাকে। এই [illegible]ার ব্লাংস তাহাকে চিকিৎসা করিতে [illegible]বং অল্প দিনের মধ্যে উপরি উক্ত [illegible] তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য [illegible]

[illegible]র্ণমেণ্ট সরকারী পত্রের দ্বারা প্রকাশ [illegible] বর্দ্ধমানের মহারাজা দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত [illegible]য়ূর ভঞ্জের মহারাজা ৫ হাজার টাকা [illegible] ইতি পূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার [illegible] টাকা ও রায় অন্নদা প্রসাদ [illegible] করেনে।

[illegible] অবস্থা, আবার এই যন্ত্রণার [illegible] ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ [illegible]্য করিতে না পারিয়া কেহ২ চাউল চুরি করে এবং এই অপরাধে সার্প নামক এক জন সিবিলিয়ান ৬১ জন লোককে কাহাকে ১২০ বেত্রাঘাত, কাহাকে এক শত পঞ্চাশ বেত্রাঘাত দিয়াছেন। সবল ব্যক্তিদিগের প্রতি এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রচার করেন নাই, বালকদিগকেও এই রূপে বেত্রাঘাত করার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। আবার কেহ দুই আনা মূল্যের অধিক চাউল চুরি করে নাই। এই রূপ রাষ্ট্র দুই জন লোক বেত্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এটী সত্য কি না গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। আমরা মুসলমান রাজাদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া থাকি কিন্তু মন্বান্তরের সময় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উর্দ্ধ দুই আনার চাউল চুরি করাতে কোন মুসলমান রাজা কাহাকে ১৫০ এক শত পঞ্চাশটি আনা বেত্রাঘাত করিয়াছেন ইহা বোধ হয় কেহ কখনই শুনেন নাই। এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ যে মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতে পারে ইহা আমরা পূর্ব্বে মনেও অনুভব করিতে পারিতাম না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেয় ক্ষতি দেশীয় সম্বাদ পত্রে করিতেছে না, এ সমুদয় লোকের অবিচারে হইতেছে।

মিলিটারি গেজেটের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আগামী শীতকালে ভারতবর্ষের প্রান্তে রক্তারক্তি আরম্ভ হইবে। মিলিটারি গেজেট লিখিয়াছেন কাবুলে যুদ্ধের ভয়ানক উদ্যোগ হইতেছে। আমির প্রকাশ করিয়াছেন যুদ্ধের সময় আগতপ্রায়। তিনি এই নিমিত্ত তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দল এবং প্রান্তবাসীদের রাজ ভক্তির উত্তেজনা করিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সকলই সমান উৎসাহের সঙ্গে তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকার পাইয়াছে। কাবুল হইতে এক দল সৈন্য আলি মসজিদে, অপর দল জালালাবাদে প্রেরিত হইয়াছে। মিলিটারি গেজেট আরো লিখিয়াছেন যে, খেলাতের খাঁর সঙ্গে আমিরের সদাসর্ব্বদা পত্র লেখা লেখি হইতেছে। আমির সমুদয় মুসলমান রাজাদিগকে তাঁহার সঙ্গে মিলিত করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করিবার যত্ন করিতেছেন। আগামী শীতকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই বিষয় কেবল কাবুলের লোকে বলিতেছে না। সোয়াত হইতে খেলাত পর্য্যন্ত প্রান্তবাসী মাত্রে এই রূপ বলিতেছে। ফল আমির যে যুদ্ধের নিমিত্ত সকলকে উত্তেজনা করিতেছেন ইহা সকলেই বুঝিয়াছে। তিনি যুদ্ধের আয়োজন লইয়া ২৪ ঘণ্টা রহিয়াছেন।

নিম্নোক্ত পত্র খানি আমরা এই স্থানে গ্রহণ করিলাম॥ঃ—

"তুর্কির সাহায্যার্থে পৃথিবীর যেখানে যত মুসলমান আছেন সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু চট্টগ্রামে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী মুসলমান আছেন অথচ তাঁহারা এ বিষয়ে যথোচিত যত্ন করিতেছেন না। মুন্সি এমদাদালি, জজের উকিল মৌলবী আজিম উল্লা, মিউনিসিপাল সেক্রেটারী মুন্সি আবদুল হামিদ এবং আর কয়েক জনের যত্নে বটে এখান হইতে কিছু২ টাকা উঠিয়াছে, কিন্তু যাহারা চান্দা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি টাকা দেন নাই।

"চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত লোকের এরূপ কষ্ট হইয়াছে যে এক জন পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া আত্ম হত্যার যত্ন করে, অপর দুই জন এই কষ্টে পড়িয়া চুরি করিতে বাধ্য হয়।"

চট্টগ্রামের মুসলমানদিগের তুর্কির সাহায্যার্থে অমনোযোগের কথা শুনিয়া আমরা প্রকৃত দুঃখিত হইলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম এবার তুর্কির সাহায্য প্রদান বিষয়ে চট্টগ্রাম সর্ব্ব প্রধান না হউন, নিতান্ত নগণ্য হইবেন না, এবং চট্টগ্রামের মুসলমানেরা যদি আমাদিগকে নৈরাশ করেন তাহা হইলে আমরা বড় দুঃখিত হইব। চট্টগ্রামের অন্ন কষ্টের বিষয় আমরা ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছি কিন্তু সেখানে লোকের এরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়াছিলাম না। যাহারা মান্দ্রাজবাসীদের সাহায্যার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন আমরা ভরসা করি তাঁহারা বাঙ্গলার অন্ন কষ্টের কথা বিস্মৃত হইবেন না।

ম্যাঞ্চেষ্টারবাসীরা মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তাহারা আপাতত এই উদ্দেশে এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। এদেশের তাঁতি জোলার অন্ন ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীরা মারিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষ হইলে সচরাচর ইহারা যত কষ্ট পায় এত কষ্ট আর কোন শ্রেণীর লোকে সহ্য করে না। সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীদের পাপ প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত। দুই পাঁচ লক্ষ টাকা দিলে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, ২। ৫ কোটী দ্বারাও তাহাদের গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কি না তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

এই রূপ রাষ্ট্র যে নিম্নোক্ত নিয়মে দেশীয় শিক্ষকেরা গ্রেডেড হইবেন। প্রথম শ্রেণী ৪০০ হইতে ৫০০, দ্বিতীয় ৩০০ হইতে ৪০০, তৃতীয় ২০০ হইতে ৩০০, চতুর্থ ১৫০ হইতে ২০০, পঞ্চম ১০০ হইতে ১৫০, ষষ্ঠ ৭৫ হইতে ১০০, সপ্তম ৫০ হইতে ৭৫, অষ্টম ৩০ হইতে ৫০। প্রত্যেক শ্রেণীর নিম্নোতম বেতন হইতে উচ্চতম বেতন ক্রমে ৫ বৎসরের মধ্যে উন্নতি হইবে।

মান্দ্রাজের অনেক প্রধান২ চাউলের আড্ডাতে চাউলের বাজার নরম হইয়াছে। সুতরাং বৃষ্টি হওয়ায় মান্দ্রাজের শস্যের প্রকৃত উপকার হইয়াছে। বোম্বাইয়েও চাউলের দর ক্রমে নরম পড়িয়াছে।

এবারকার পত্রিকার সঙ্গে আমরা যুদ্ধের দুটী ছবি প্রচার করিলাম। সেবিন নামক স্থানে অশিক্ষিত তুর্ক অশ্বারোহী দ্বারা রুশিয়গণ কিরূপে বিতাড়িত হয় প্রথম ছবিটী তাহা ব্যক্ত করিতেছে। অপর ছবিটী রষ্টচক নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তুর্কগণ রষ্টচক পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া গুলি করিতেছে এবং রুশিয়রা গুলি খাইয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে আটিয়ার জমিদার মুন্সি মাহম্মদ আলি খাঁ কলিকাতা মাদ্রাসা স্কুলের উন্নতির নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

সংবাদ।

—রাজসাহী হইতে আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেন যে সেখানে ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং জ্বরে বিস্তর লোক মরিতেছে। আজ কিছু দিন হইল দুই জন বি এল রাজসাহী জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। জ্বর রোগে দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে।

—মিলিটারি গেজেটের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে আমির বোধ হয় শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। তিনি সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজন করিয়াছেন। তাহার প্রজারা তাহাকে যুদ্ধে সহায়তা করিবে স্বীকার পাইয়াছে। মিলিটরি গেজেট যুদ্ধের সমুদয় কথা লিখিয়াছেন কেবল লিখেন নাই যে কাহার সঙ্গে তিনি এই সংগ্রাম করিবেন।

—নেপালে অনাবৃষ্টি হওয়াতে সেখানে আবার শস্যের অনিষ্ট হইতেছে।

—বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের নিম্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিদিগকে গ্রেডেড করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট বৎসর ৩০ হাজার টাকা মুঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা কেবল সমুদ্রে বিন্দু মাত্র।

—শ্যাম দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে তথাকার রাজা সেখান হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়াছেন।

—সুইডজারলাণ্ডের সন্নিকটে ফারাসিরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া জর্ম্মেন গবর্ণমেন্ট উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—রূশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা ঋণ করার যত্ন করেন কিন্তু প্রয়োজন মত টাকা উঠে না। তাহারা এই নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন যে, পোলাণ্ডের আদালতে অর্থি প্রত্যর্থির যে সমুদয় টাকা আমানত আছে তাহা অর্থাধিকারীদিগকে জ্ঞাত না করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা হউক।

—রূশ গবর্ণমেন্ট পোলাণ্ড হইতে ভয়ানক অত্যাচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। যুদ্ধের উপযুক্ত লোক সেখানে যাহাকে পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহাকেই বল দ্বারা যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছেন। আবার এই রূপ ব্যক্তি কেহ গৃহে অনুপস্থিত হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনকে গুরুতররূপে রাজ দণ্ড করিতেছেন।

—ত্রিহুতে সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে।

—ভারতবর্ষ হইতে এক দল মুসলমান রূশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কনেষ্টেণ্টিনোপোলে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ রাষ্ট্র সুলতান তাহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেন নাই।

—রূশদিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকলাস ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি রূশিয়া হইতে এক লক্ষ সৈন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। যত দিন এই সৈন্য যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত না হইবে তত দিন তিনি কোন গুরুতর যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবেন না।

—পূর্ব্বে প্রকাশ হয় যে, প্লেবনাতে রূশদের ১৯ হাজার সৈন্য হত হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ৭।৮ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।

—তুর্কির মুসলমানদিগের প্রতি রুশেরা অত্যাচার করিতেছে এই সম্বাদ শুনিয়া আহত ও রুগ্ন তুর্কদের সাহায্যার্থে ইংলণ্ডের অনেকে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। লেডি ষ্ট্রাফোর্ড নামক এক জন ইংরাজ মেম ইহার প্রধান উদ্যোগী। তিনি ৭০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড হইতে কনেষ্টেণ্টিনোপোলে গমন করিতেছেন।

—অষ্ট্রিয়ায় ইতি মধ্যে তুর্কির পক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় এক শতটী সভার সংস্থাপন হইয়াছে। তুর্কির পক্ষীয় সভা গুলি অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্য হয়।

—ডুব্রুডসা এ সময় স্বভাবতঃ অস্বাস্থ্যকর হয়। এই নিমিত্ত এখানে যে সমুদয় রুশ সৈন্য আছে তাহাদের অনেকে পীড়িত হইয়াছে, অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অনেক রূশ সৈনিক কর্ম্মচারি এরূপ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। রুশ সম্রাটের শরীরও তত সুস্থ নাই।

—রুশিয়রা আপাতত কি করেন তাহা সাব্যস্ত করিতে পারিতেছেন না। প্লেবনা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সৈন্যদিগের আহারীয় ও যুদ্ধ উপকরণের অভাব হওয়ায়, তুর্কির অসংখ্য সৈন্য ও তাহাদের বিক্রম দেখিয়া, এবং আপাতত তাহাদের পক্ষে কনেষ্টেণ্টিনোপলে প্রবেশ করা অসম্ভব জানিয়া রুশ সৈন্যগণ কিছু ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাহারা এক বার স্থির করিতেছেন যে আপাতত তুর্কদিগকে বলগারিয়া হইতে তাড়াইয়া দিয়া যাহাতে তুর্কেরা বলকন পর্ব্বত পার হইয়া এদিকে না আসিতে পারে সেরূপ বন্দবস্ত করা উচিত। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত রুশিয়া হইতে নূতন সৈন্য ও আহারীয় ও যুদ্ধের উপকরণ না পৌছে সে পর্য্যন্ত আর কোন যুদ্ধ করার প্রয়োজন নাই, কেবল যে যে স্থান রূশেরা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছে তাহাই রক্ষা করা আপাতত তাহাদের কর্ত্তব্য। ফল তাহারা এই দুইয়ের একটী স্থির করিতে পারেন, কিন্তু তুর্কির বীর পুরুষেরা হয় ত তাহাদিগকে অন্য রূপ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবে।

—বাগদাদ হইতে ইংরাজ পলিটিকেল এজেণ্ট লিখিয়াছেন যে, কারবোলা নামক স্থানে তুর্কদের যে সমুদয় সৈন্য ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। সম্ভবতঃ রূশেরা সেখানে প্রবেশ করিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে।

—রূশেরা সরকারী পত্র দ্বারা স্বীকার পাইয়াছেন যে, ৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যুদ্ধে ১৪৪৯৫ রূশ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে। এটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে রূশ সম্রাটই বা কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন, স্বদেশ হইতে কেনই বল দ্বারা লোকদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছেন এবং রূশ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরাই বা কেন এত রোদন করিতেছেন?

—যশোহর হইতে আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেনঃ "যশোহর কাটীপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কুবের চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পাক গৃহে অর্দ্ধ হস্ত স্কয়ার পঞ্চ দশ হস্ত পরিমিত একটি সর্প মারা পড়িয়াছে, কিন্তু সর্পটি কেহ চিনিতে পারিলেন না, ফণাটি কুলার ন্যায়।" আমাদের বোধ হয় এটি পাতরাজ কি দুতরাজ হইবে।

—আমরা আহ্লাদ সহকারে এই পত্র খানি এই স্থালে গ্রহণ করিলামঃ—"জেলা যশোরের ছাঁদড়ার জমীদার শ্রীযুত বাবু মথুরেশ চন্দ্র দেব রায় মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। প্রথমতঃ রোগ সামান্য বিবেচনায় জনৈক সামান্য চিকিৎসককে চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হওয়া দূরে থাক্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া শেষে ভয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উক্ত বাবু আপন পরিচিত নলডাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব রাজ বৈদ্য শ্রীযুক্ত বাবু প্যারি মোহন কবিরাজকে (ইনি লোয়ার চিৎপুর রোড আমড়াতলায় আছেন) চিকিৎসার্থ আহ্বান করেন। উক্ত জমিদার বাবুর বাসা ও আমার বাসা একই বাটিতে থাকায় আমি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট অবস্থান করিতাম। আমি অনেক চিকিৎসকের চিকিৎসা দেখিয়াছি কিন্তু ইহার ন্যায় সুচিকিৎসক মফস্বল স্থানে দূরে থাক্ সহরে অতি কম আছেন বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। আমি অল্প কয়েক দিনের আলাপে ইহার পাণ্ডিত্য ব্যবসা নৈপুণ্য তথা নিরহংকার অমায়িক স্বভাবে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। বলা বাহুল্য তিনি রোগীকে ৪ দিনের চিকিৎসায় অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করেন।"

—মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার বৈবাহিক রুস সম্রাটকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া তুর্কির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন।

—মহারাজা হলকর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুই সহস্র লোককে প্রতিদিন আহারীয় প্রদান করার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

—রূশিয়া হইতে নূতন সৈন্য বলগরিয়ায় উপস্থিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

—রুশিয়রা কৌশলে কয়েক খানি রণতারী ড্যানিউব নদীতে উপস্থিত করিয়াছে। ইহারা যে দিক দিয়া ড্যানিউবে রণতরী আনয়ন করে সেখানে তুর্কির রণতরী ছিল কিন্তু রুশ রণতরী ইহাদের অগোচরে ড্যানিউবে প্রবেশ করিয়াছে।

—ষ্টাণ্ডার্ড সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, আশিয়া মাইনরে রুশেরা আরো কয়েকটী যুদ্ধে জয়ী হইয়া অগ্রসর হইতেছে।

—... [illegible] ...দিগের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে কি না সে বিষয় গত মেলে দুইটী বিপরীত সম্বাদ আসিয়াছে। একটী সম্বাদে প্রকাশ হইয়াছে যে, রুশ ও রোমানীয়রা অবিলম্বে সার্বিয়াতে প্রবেশ করিবে এবং সার্বিয়া ৫০ হজার সৈন্য সহ যুদ্ধে যোগ দিবে। আবার আর একটি সম্বাদ এই যে, সার্বিয়রা আপাতত কোন পক্ষ গ্রহণ করিবে না এবং রুশদিগের সৈন্যের এখনও এরূপ দুরবস্থা হয় নাই যে তাহাদের সার্বিয়ার সাহায্যের আবশ্যক করে।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে বোধ হয় ১৪ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি এই টাকাটী ঋণ করেন তাহা হইলে বৎসর আমাদের ৫৬ লক্ষ টাকা সুদ স্বরূপ দিতে হইবে। যদি রাজস্ব হইতে আপাতত ব্যয় করিয়া পরে ইহা রাজ্য হইতে কোন নূতন কর দ্বারা পূরণ করা হয়, তাহা হইলে আমরা এখন যেখানে এক টাকা কর দেই সেখানে আমাদের পাঁচ শিকারও অধিক কর দিতে হইবে।

—রুশেরা কাসগারের নূতন আমীরকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত পুর্ব্বে চিন সৈন্যদের সাহায্যার্থে রূশ রাজ্য হইতে যে শস্যের রপ্তানি করিতে ছিলেন তাহা আপাতত বন্ধ করিয়াছেন।

—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিন্দু, মহীশূর, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, উত্তর পশ্চম অঞ্চল ও অযোধ্যায় অন্নকষ্ট হইবার সম্ভব হয়। কিন্তু ইন্দ্র দেব প্রসন্ন হওয়াতে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও মহীশুরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল এবং যদিও এই দুই স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এখনও এ স্থানের দুর্ভিক্ষের সমতা হয় নাই। যাহা হউক এ বৎসর যেরূপ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয় তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, এবার কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত হাহাকার উঠিবে, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ অল্প দিনের মধ্যে পঞ্জাব, বাঙ্গলা, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। যে বিধাতার কটাক্ষে এই সমুদয় স্থানের শোচনীয় অবস্থা তিরোহিত হইয়াছে সে বিধাতা যদি কটাক্ষ পাত করেন, তবে মান্দ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে এখন ভয়ানক অন্ন কষ্ট আছে তাহাও দূর করিতে পারেন। এ সমুদয় স্থানের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা যে অনেক ভাল হইয়াছে তাহার ভুল নাই। যদি গত বৎসর এই সমুদয় স্থানে মন্বান্তরে সর্ব্বনাশ না করিত তাহা হইলে বোধ হয় এখন যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই এ সমুদয় স্থানের অন্ন কষ্ট অনেক লাঘব হইত। ১৫ দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা স্মর করিয়া অনেকে হতাশ হইয়া ছিলেন। তাহারা স্থির করিয়াছিলেন যে এ বৎসর আর বৃষ্টি হইল না এবং যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে শস্যের আর রক্ষা নাই, কিন্তু গত সপ্তাহে বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে আশা করিতেছেন যে ভারতবর্ষ এ বৎসর অন্ততঃ উচ্ছিন্ন যাইবে না। বিধাতা সহসা যেরূপ আমাদের হতাশ হৃদয়ে এই রূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান ... আম... দের আশঙ্কা তিনি মনে করিলে এই ... দূর করিতে পারেন।

—প্লেবনা যুদ্ধ সম্বন্ধে এক জন তুর্ক ... য়াছেন যে, পেবনায় যেরূপ যুদ্ধ হয় ... অতি অল্প স্থানে হইয়াছে। ... সংগ্রাম করে এবং অনেকে অশঙ্কা ক... দলের অস্ত্রাঘাতে তুর্ক সৈন্য সমূলে ... কিন্তু তুর্কেরা ধর্ম্মের নিমিত্ত অস্ত্র ধ... তাহাদের বিশ্বাস যে মহাম্মদ স্বয়ং ... হইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে... আশ্বাসিত হইয়া তাহারা ... নির্ভয়ে প্রবেশ করে এবং ...

—তুর্কেরা পৃথিবীর ... করিতেছেন। সৈন্য ... রিকায়েও গমন করি...

—বেহারে দুর্ভিক্ষ হইয়া যদিও বিস্তর টাকা অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ইহা দ্বারা বাঙ্গলার অনেক স্থানে রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী প্রভৃতি সাধারণ উপকারী অনুষ্ঠান হয়। বেহারে দুর্ভিক্ষ না হইলে বোধ হয় দরভাঙ্গা ও মজাফাপুরে রেলওয়ে হইত না। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ দ্বারা সম্ভবতঃ এই রূপ কতক উপকার হইবে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংকীর্ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং আপাতত মান্দ্রাজ সৈন্যের নিমিত্ত যে ব্যয় পড়ে মান্দ্রাজের সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া উহা কুলাইবেন এই রূপ স্থির হইয়াছে।

—অনাবৃষ্টি হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, পাটনা ও গয়ার কৃষকেরা গবর্ণমেণ্ট খাল হইতে বিনা মূল্যে জল ব্যবহার করিতে পারিবে। সাহাবাদেও এই রূপ অনাবৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহাবাদের কৃষকদিগকে খালের জল ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। সাহাবাদ ডুমরাউনের মহারাজার জমিদারি। জলাভাবে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন যে, গবর্ণমেণ্ট সাহাবাদের কৃষকদিগকে খাল হইতে জল ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করুন এবং গবর্ণমেণ্ট যদি গয়া ও পাটনার প্রজাদিগকে যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন সাহাবাদের কৃষকদিগের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ না দেখান তাহা হইলে খাল হইতে তাহারা জল ব্যবহার করিলে গবর্ণমেণ্টের যাহা প্রাপ্য হইবে তাহা তিনি প্রদান করিবেন, কিন্তু এরূপ প্রার্থনা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ পর্য্যন্ত সাহাবাদের প্রজাদিগকে জল ব্যবহারের অনুমতি করেন নাই। যখন ইডেন সাহেব বজেটের সময় ইরিগেশন ট্যাক্স নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন তখন ডুমরাউনের মহারাজা ইহার প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের নিমিত্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এই ট্যাক্সটি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে সেই নিমিত্ত ডুমরাউনের জমিদারির প্রজারা উপরিউক্ত অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইল। ইডেন সাহেব অনেক সময় বালকের ন্যায় রাগ করেন বটে, কিন্তু তিনি এরূপ গর্হিত কাজ যে করিবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি না।

—ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া উভয়ই ইংরাজ অধিকৃত। সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন, কিন্তু লোকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ ইংরাজ অধিকারে আসিয়া কেবল নির্ধন হয় নাই, এ দেশীয়েরা জরাজীর্ণ হইয়াছে, ও দেশীয় লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ইংরাজেরা ভারতবর্ষের এই দুর্গতি করিয়াছেন সেই ইংরাজেরা দক্ষিণ অষ্ট্রিলিয়ায় গিয়া উহার অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৮৬৭—৬৮ অব্দে অষ্ট্রিলিয়ার জন সংখ্যা ১৬২২৫০ ছিল, ১৮৭৭ অব্দে সেখানকার জন সংখ্যা ২১১০০০ নির্ণীত হয়। ১৮৬৭ অব্দে সেখানে যে মেষের সংখ্যা ৪৪৭৭৪৫৫ ছিল, ১৮৭৮ অব্দে মেষের সংখ্যা বাড়িয়া ৬১৩৩:৯১ হয়। এই কয়েক বৎসর [illegible] মহীষের সংখ্যা ১২২২০০ হইতে ২১৯৪৪১ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং আবাদি ভূমির সংখ্যা ৭০৪১৮২ একার বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে ইংরাজ দগকে যেখানে দেখা যায় এবং যেখানে তাহাদিগকে যে কার্য্যে বিলিপ্ত হইতে দেখা যায়, সেই খানে তাহারা অসাধারণ শক্তি ও গুণ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে আগমন করিলে তাহাদের সমুদয় গুণ গুলি দোষে পরিণত হয়। [illegible]মাদের দোষে কি তাঁহাদের দোষে এরূপ অনিষ্টকর [illegible]র্ত্তন হয় তাহা বিধাতা জানেন। যদি ভারতবর্ষবাসীরা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ হইত, ভারতবর্ষ অপে[illegible] নির্ধন ও অনুর্ব্বরা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় [illegible] ও অহংকারে ইংরাজদিগকে এরূপ বিকৃত করিত

[illegible] আগামী নবেম্বর মাসে গয়া ষ্টেট রেলওয়ে আরম্ভ হইবে। সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব থাকিলে বাঙ্গলায় এত দিন বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত হইত, এত দিন বরিশাল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খাল খনন হইত এবং অন্যান্য কত উপকার হইত তাহা বলা যায় না। বাঙ্গলার অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা সার রিচার্ড সহসা এদেশ পরিত্যাগ করিবেন কেন?

—অষ্ট্রেলিয়া হইতে গত মেলে যে সম্বাদ পত্র আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিশিয়া দ্বীপ ব্যূহ হইতে অকস্মাৎ দুইটি দ্বীপ অন্তর্হিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে মাঝেং ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ভূমিকম্প দ্বারা দ্বীপ দুইটি রসাতলে গিয়াছে।

—মহারাজা সিন্ধিয়া নিজ রাজ্যের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য প্রদান উদ্দেশে দেশের মধ্যে রাস্তা ঘাট আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই নিমিত্ত ৪০লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এই ৪০ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ব্যয় করিলে ইহার ১০ লক্ষ ইংলণ্ডে যাইত ও অন্যান্য প্রকারে অপব্যয় হইত। মহারাজা সিন্ধিয়ার ৪০ লক্ষ টাকা সম্ভবতঃ এরূপ অপব্যয় হইবে না।

—জাবা দ্বীপেও অনাবৃষ্টির নিমিত্ত শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সেখানে কেবল বৃষ্টির অভাবে শস্যের অনিষ্ট হইতেছে না, ইন্দুরেও উহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অনাবৃষ্টির দ্বারা তথায় একটি উপকার হইয়াছে। জাবায় এবার ছিনকোনার অপূর্ব্ব আবাদ হইয়াছে।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে বিলাত হইতে আরো ৩৫০ হাজার টাকা প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ড সর্ব্ব সমেত এ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যদি প্রকৃত ১২ কোটি টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড এখনও ইহার এক শত কুড়ী অংশের এক অংশ প্রেরণ করেন নাই।

—আসামের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্ট যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে সেখানে শস্যের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট।

—গবর্ণর জেনারেল বৃহস্পতিবার ৮টার সময় বাঙ্গালোরে পৌছেন। তিনি সেখানে পৌছিয়াই মহীশূরে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কি রূপ বন্দবস্ত করিতে হইবে তাহার পরামর্শে প্রবর্ত্ত হন। গবর্ণর জেনারেল এখন দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছেন।

—এ দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ অতি বৃষ্টি নহে অনাবৃষ্টি, এবং এই অনাবৃষ্টি নিবারণের সম্প্রতি একটি সুন্দর উপায় বাহির হইয়াছে। পেরুতে এক রকম বৃক্ষ আছে। ইহাকে সেদেশের লোক জলদ বৃক্ষ বলে। এই বৃক্ষের একটি অদ্ভুত শক্তি আছে। বায়ু রাশিতে যে জলীয় কণা আছে এই বৃক্ষে তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে এবং এই রূপ আকর্ষণ দ্বারা শরীর মধ্যে জল লইয়া মেঘ হইতে যেরূপ ঘর ধারাতে বৃষ্টি হয় সেই রূপ মুসল ধারায় ইহার পত্র ও শাখা হইতে বৃষ্টি পতিত হয়। সময়২ এই রূপে এত বৃষ্টি হয় যে বৃক্ষের নিকটস্থ স্থান জলে পরিপূর্ণ হয়। আবার অতিশয় গ্রীষ্মের সময় যখন একেবারে বৃষ্টি বন্ধ হয়,জলাভাবে নদীর জল পর্য্যন্ত শুখাইয়া যায়, এবং লোকের জল কষ্ট হয় তখন এই বৃক্ষের বারি আকর্ষণের শক্তির আধিক্য হয়। প্রকৃত যদি পৃথিবীর কোন স্থানে এরূপ বৃক্ষ থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইহার আবাদ অবিলম্বে করা উচিত। যে বিধাতা দুগ্ধের বৃক্ষ, রুটির বৃক্ষ, এবং অন্যান্য অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বৃষ্টির বৃক্ষের সৃষ্টি করা বিচিত্র কি?

—ইংরাজের যেরূপ গোপনে গোপনে তুর্কির সাহায্য করিতেছেন, জর্ম্মেনী রুশিয়াকে সেই রূপ গোপনে সহায়তা করিতেছেন। এক জন জার্ম্মেন জেনারল রুশ সম্রাটের সমভিব্যাহারী সৈন্য দলে রহিয়াছেন। ইনি সদা সর্ব্বদা সম্রাটের সঙ্গে থাকেন। জেনারেল গেরকো যিনি বলকন্স পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আর এক জন জর্ম্মেনীয় সৈনিক পুরুষ রহিয়াছেন। রুশিয় জেনারেল কৃডিনারের সঙ্গে এক জন জর্ম্মেনীয় মেজর এবং আর এক জন কাউণ্ট রহিয়াছেন। প্লেবনাতে যখন রুশেরা পরাস্ত হন সে সময় ইহারা রুশ সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। আবার ১২ ও ১৩ রুশ সৈন্য দল একত্রিত হইয়া যখন কোন গুরুতর যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবেন, তখন উপরিউক্ত দুই জন জর্ম্মেনীয়ের এক জন এই সৈন্য দলের সঙ্গে অবস্থিতি করিবেন। জর্ম্মেনীর বেটেনবার্গের প্রিন্স লুইস রুশিয়ার পক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রথমে ডেনিউব নদী পার হন। এই বীরত্ব দেখানতে রুশ সম্রাট প্রিন্সের সম্মানার্থে তাঁহার সেণ্ট ব্লাডিমার ক্রুস প্রদান করেন। আবার জার্ম্মেনীর এক জন সামুদ্রিক সৈনিক পুরুষ রুশদিগের যুদ্ধ তরীর ভার গ্রহণ করিতেছেন। টর্পিডো ব্যবহারের দ্বারা রুশেরা কি কি উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পরীক্ষার নিমিত্ত আর এক জন জর্ম্মেনীয় নিযুক্ত হইয়াছেন। তুর্কেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া কেবল রুশদিগকে পরাস্ত করেন নাই, এই সঙ্গে২ জর্ম্মেনীয়েরাও প্রকারান্তরে পরাজিত হইয়াছেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধে তুর্কেরা ইউরোপের দুইটী অতি প্রধান জাতিকে পরাস্ত করিয়াছেন।

সমালোচনা।

প্রভাত চিন্তা, শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত।

বান্ধবের সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এক জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁহার রচিত গ্রন্থ খানি যে বিশেষ সারবান হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ "প্রভাত চিন্তা" পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের আনন্দিত হইবার বিশেষ একটু কারণ আছে। কতক গুলি লেখকের অপরিণামদর্শীতার নিমিত্ত বঙ্গ ভাষার বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই নভেল লেখক। যেরূপ সুকোমলমতি বালকের হৃদয়ে ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ ভাব সকল প্রবেশ করিলে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সেই রূপ বঙ্গভাষার শৈশবাবস্থায় নভেল প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকগণ উহার প্রভূত অনিষ্টোৎপাদন করিতেছেন। নভেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী জিনিস তাহার ভুল নাই, কিন্তু কোন ভাষার অপরিপক্ক অবস্থায় নভেল প্রভৃতি লিখিত হইলে তাহা ইঁচড়ে পাকিয়া যায়, তাহার প্রকৃত উন্নতি কখন হয় না। শত ২ বৎসর উন্নতির পর ইংরেজী ভাষায় প্রথম নভেল লিখিত হয় এবং বঙ্গ ভাষার অন্ততঃ এক শত বৎসরের পর নভেল লিখিলে কতক শোভা পাইত। বঙ্গ ভাষা সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, এখনো উহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্ফুটিত হয় নাই। এমত অবস্থায় বঙ্গ ভাষায় নভেল লিখিতে আরম্ভ হইয়া উহার উন্নতির পথ এক রূপ আবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গ ভাষার এই রূপ বিপদ এবং যদি চিন্তাশীল লেখকগণ নভেল প্রভৃতি না লিখিয়া সারগর্ভ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করেন তাহা হইলেই বঙ্গ ভাষাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করা যায়। কালী প্রসন্ন বাবু "প্রভাত চিন্তা" লিখিয়া এই রূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদি "প্রভাত চিন্তার" ন্যায় আর দুই চারি খানি গ্রন্থ লিখিতে পারেন তাহা হইলে আমরা আশা করিতেছি যে বঙ্গ ভাষা নূতন আর এক অবয়ব ধারণ করিবে। তিনি "প্রভাত চিন্তায়" যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন এই রূপ শিক্ষা যদি আর কয়েক বার দিতে পারেন, তাঁহার তেজস্বী ভাষায় তিনি যদি এই রূপ শিক্ষা দেন যে ভ্রমরের গুণ২, কোকিলের কুহরব, স্ত্রী লোকের রূপ ও পীরিতির কথা বার্ত্তা বর্ণন করা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় বর্ণন করার নিমিত্ত বঙ্গভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গলা ভাষায় ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি উত্তেজনা অপেক্ষা গভীরতর বিষয় উত্তেজনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি দেশের যে কি উপকার করিবেন তাহা বলা যায় না। ফল নভেল পাঠ করিয়া যে সমুদয়

লোকের রুচি বিদূষিত হইয়াছে, যাহাদের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা আছে, যাহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে গভীর চিন্তার বীজ বপন করিবার অভিলাস আছে, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তক খানি অধ্যয়ন করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

ভারতবর্ষ বিচার। শ্রীরাম চরণ শিরোরত্ন কর্ত্তৃক সংকলিত। রূপবতী যুবতীদিগের যৌবন কাল অতিবাহিত হইলে তাহারা যেরূপ পূর্ব্বের রূপ লইয়া গৌরব করেন, ধনবান ব্যক্তি দরিদ্র হইলে পূর্ব্বের ধন সম্পত্তি লইয়া যেরূপ গৌরব করেন, বৃদ্ধ অবস্থায় বীর পুরুষেরা যেরূপ পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেন, বর্ত্তমান কালের দুর্দ্দশান্বিত ভারতবর্ষবাসী সেই রূপ আর্য্য জাতির পূর্ব্বের অবস্থা লইয়া এখন মনকে তৃপ্তি করিয়া থাকেন! এই রূপ তৃপ্তি লাভ করিতে যাহারা ইচ্ছা করেন, তাহারা একবার "ভারতবর্ষ বিচার" পাঠ করিবেন। তাহারা ইহা পাঠে অমোদিত হইবেন।

দম্পতি মিলন নাটক, শ্রী ব্রজ লাল দত্ত প্রণীত। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। যোধপুরের রাজা বিজয় সিংহ ইহার নায়ক এবং যোধপুর মহিষী প্রমীলা ইহার নায়িকা। যখন ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে হিন্দুদিগের গৌরব-সূর্য্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, তখন রাজস্থানের হিন্দুরাই আমাদিগের সমগ্র জাতির মান বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ, গৌরা, ও ভীম সিংহের নাম আজও সকল হিন্দুর নিকট পূজনীয়, হান্দুয়াট সকল হিন্দুর পুণ্য স্থান এবং পদ্মিনী ও কর্ম্মদেবী সকল বীরাঙ্গনার আদর্শ স্বরূপ। যদিও হিন্দুস্থান এখন হিন্দুর শ্মশান, তথাপি হিন্দু মাত্রেই রাজস্থানের পূর্ব্বতন তেজ ও পূর্ব্বতন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। আজও হিন্দু মাত্রেরই রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং আজও আমাদিগের শিরায় শিরায়, প্রত্যেক ধমনীতে সেই পূর্ব্বতন আর্য্যতেজ প্রধাবিত হয়। এই পুস্তক খানি সেই পুণ্য ভূমি রাজস্থান সংক্রান্ত এবং চিতোর ও যোধপুর রাজার কোন কলহ অবলম্বন করিয়া লিখিত। নাটকের প্রধান অঙ্গ হৃদয়ের "ঘাত ও প্রতি ঘাত।" এই পুস্তক খানিতে তাহার বিশেষ অসদ্ভাব লক্ষিত হইল না। গল্পটী অতিশয় সামান্য এবং সচরাচর নাটকের ন্যায় অশ্লীলতা পরিপূর্ণ নহে। এই পুস্তক খানি আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠযোগ্য। নায়ক ও নায়িকার চিত্র যথেষ্ট মনোহারিণী হইয়াছে। পাত্র বিশেষের চিত্র বা স্থল বিশেষের রচনার দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা দর্শাইয়া আমরা পাঠকের বৈরক্তি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা ভরসা করি যে তিনি ভবিষ্যতে আরও উৎকর্ষ লাভ করিবেন।

উর্দ্দু উপদেশ। রায় কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত। যাঁহারা উর্দ্দু শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক খানি দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা দ্বারা সহজে উর্দু কথা শিক্ষা করা যাইতে পারে। গ্রন্থ কর্ত্তা পুস্তক প্রণয়ন করিতে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাঁহার যত্নও সেই রূপ সফল হইয়াছে। পুস্তক খানি বঙ্গ ভাষায় লিখিত।

এমন কর্ম্ম আর করিব না, প্রহসন। সরোজিনী, পুরু বিক্রম, প্রভৃতি নাটক লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত। বর্ত্তমান সামাজিক কোন কোন দোষ উদ্দেশ্য করিয়া এই প্রহসন খানি লেখা হইয়াছে। এই পুস্তক খানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। ইহা দ্বারা সকলেই কিছু না কিছু উপকৃত হইবেন। বর্ত্তমান নভেল লেখকদিগের বিদ্যার পরিচয় এবং তাহা দ্বারা দেশের কি ক্ষতি হইতেছে তাহা গ্রন্থ কর্ত্তা চিত্র করিবার যত্ন করিয়াছেন। পুস্তক পাঠ করিতে২ ইহার অনেক স্থান হইতে আমাদের উদ্ধৃত করিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে আমরা এই ইচ্ছা তৃপ্তি করিতে পারিলাম না।

জমিদারী কর্ম্ম দর্পণ, শ্রীচন্দ্রকান্ত সরকার প্রণীত। গ্রন্থ কর্ত্তাকে আমরা জানি। ইনি দীর্ঘকাল জমিদারীর কাজ কর্ম্ম করিয়াছেন এবং ইহাতে ইহার বিশেষ প্রাজ্ঞতা জন্মিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে ইহার পুস্তক পাঠ করিলে জমিদার প্রজা সকলেই কিছু না কিছু উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

বিশ্রাম লহরী, শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে তাল লয় বিশুদ্ধ অনেক গুলি গান আছে। আমরা মাঝে দুই একটী পাঠ করিয়াছি। গান গুলি নিতান্ত নিরস নহে।

স্তুতি মুঞ্জরী। ব্রজ সুন্দর রায় প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরের স্তুতি আছে। ইহা পাঠ করিলে অনেক সময় ভক্তির উদয় হয়।

দুরাশা কাব্য, শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। এখানি পদ্য। যাহাদের পদ্যে রুচি আছে তাহাদিগকে আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গণিত বোধ, শ্রীঅক্ষয় কুমার মজুমদার কর্ত্তৃক রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের পুস্তক গুলি যখন নিঃশেষ হইয়াছে তখন ইহা যে সাদরে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। ফল গ্রন্থ কর্ত্তা এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিতে যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি।

সারার্ণব, শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষাল বিরচিত। বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্র সার সমন্বিত তত্ত্বোপদেশক গ্রন্থ। যাহাদের হিন্দু শাস্ত্রের উপর ভক্তি আছে অথবা যাহারা বেদাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে অভিলাস করেন, তাহারা এই পুস্তক খানি পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

জুলজিকেল গার্ডেন

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....৵০

মঙ্গলবার.....।০

বুধবার.....কেবল মেম্বর এবং দাতব্যকার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন

বৃহস্পতিবার.....।০

শুক্র বার.....।০

শনি বার.....৵০

রবি বার.....॥০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি।০ আনা এবং পালকি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতাব্যক্তিরা ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধরণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ২।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

ACKNOWLEDGMENT.
MUFFSSIL SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	A.	P.
„ Raja Durga Nath Roy Kunjaghata ... ... Berhampore	10	0	0
Roy Protap Chander Barooah Bahadoor Gowripore, Dhoobree	10	0	0
" Futtick Chander Barooah Bahadoor Gohhattee	10	0	0
Babu Rojoneekanta Sen Kalia, Jessore	10	0	0
„ Mohesh Chander Bagchee Paresha, Dinagepore	10	0	0
„ Ram Coomar Roy Dacca	10	0	0
„ Prankrishna Banerjee Moheshpore ...	10	0	0
„ Gocool Chander Roy, Perozepore ...	10	0	0
„ Hurrish Chander Chatterjee Balarampore	10	0	0
„ Soorjakumar Bannerjee Gazeepore	5	0	0
„ Hari Naryan Roy, Buxar	10	0	0
„ Nilcomul Sarkar Goobibaree, Serajgunge	5	8	0
„ Bepin Beharee Mookerjee Rajpootana	5	0	0
„ Sree Nath Roy Bhagwannuggur Jessore,	5	0	0
„ Praneswar Sing Gobipore Sylhet ...	10	0	0
„ Hardhone Sanyal Ramshar Burdwan	10	0	0
" Gyanchander Chatterjee Gobindpore ... ... Krishnuggur	10	0	0
„ Jugutchander Bukshee Patneetala ... ... Dinagepore	10	0	0
„ Hanuman Sing Rumghur ...	5	0	0
„ Baladev Paray Do.	5	0	0
„ Atool Chander Mittra Gobrapore, Jessore	10	0	0
„ Komalakanta Roy Upper Assam	10	0	0
„ Jeebeswar Sarma Kamroop	5	8	0
„ Kristo Beharee Mookerjee Koosteah	10	0	0
„ Grish Chunder Roy Raha Dacca	10	0	0
„ Janakee Nath Sen Raneepore, Rajshye	10	0	0
„ Gobind Chander Taraffdar Mansha ... ... Beerbhoom	5	8	0
„ Woopendra Nath Bose 24 Pergunnas	10	0	0
„ Griza Sanker Dutt Soorool ...	10	0	0
„ Gopal Chander Ghose Gaipore E. I. R.	5	0	0
„ Akhoy kumar Gangoolee Goalbaria ... ... Moheshrakha Hoogly	5	8	0
„ Man Sing Allahabad	5	0	0
„ Grish Chander Roy Hatooria, Dacca	10	0	0
„ Wooma Nath Sadhukhan Barandalee, ... Jessore	20	0	0
„ Mookmul Mouzadar Nowgong ...	3	6	0
„ Tarini Prosad Neogy Patgram, ... Jalpaigoree	10	0	0
„ Beni Madhub Laha Dacca ...	5	0	0
„ Rakhal Chandra Roy Barisal	10	0	0
„ Hari Nath Chuckerbati Rungpore ...	19	12	0
„ Mono Mohun De Boreshool, Burdwan	10	0	0
„ Doorga Charan Neogy Allahabad ...	10	0	0
„ Devi Prosad Dass Nuldanga Jessore ...	5	0	0
„ Shib Chandra Bose Sewan, Chupra ...	10	0	0
„ Akhoy Cumar Neogy Bhagulpore ...	5	0	0
„ Krishna Nath Sircar Khajura, Natore	10	0	0
„ Makhum Lal Bose Pipra Kooti, Matihari	5	0	0
„ Manik Chand Kutary Gowhatty ...	10	0	0
„ M. C. Banerji and Co. Kursiong ...	10	0	0
„ Ambica Charan Additta Allahabad ...	5	0	0
„ Head Master Atpoor School	2	0	0
„ Radha Madhub Bose Purnlia ...	8	8	0
„ Chandra Siker Seal Satgatchia, Mymari	10	0	0
Srimati Surja Moni Chowdharini Jamalgunj, ... Bogra ...	10	0	0
Babu Ram Charan Bose Baghat Jessore	10	0	0
„ Jadabananda Chuckerbati Rungpore	10	0	0
„ Bhoobana Nunda Roy Magura Jessore	10	0	0
„ Ram Taran Nundy Chunar ...	10	0	0
„ Gonesh Chandra Chowdhury Station Jokye	10	0	0
„ Behari Lal Goshami, Haroah, Furidpore	5	0	0
„ Dwarka Nath Pal Chowdhury Ranaghat	10	0	0
„ Nobin Chandra Sircar Gya ...	5	0	0
„ Ram Gopal Dass Sen Bhagulpore ...	5	0	0
„ Raghuttum Ghosh Chowdhury Ramnagore ... ... Jessore ...	10	0	0
„ Bharat Chandra Sen Shankrail, Tangail	10	0	0
„ Guru Charan Dutt Sagorekandi, Pubna	12	0	0
„ Kunju Behari Mookerji Ganutia, Synthea	10	0	0
„ Mathura Nath Pal Chowdhury Sonadanga, ... Krishnaghur	10	0	0
„ Prosonno Chandra Sanial Mooktagatcha	10	0	0
„ Trailuckya Nath Ghose Bajitpore ...	5	0	0
„ Prosonno Cumer Bagchee Bamandi, ... Meherpore	10	0	0
„ Doorga Dass Dass Gowalparah ...	12	0	0
„ Chanderkanta Gupta Ookhra Sreerampore	4	12	0
„ Kamakhya Charan Mookerjee Dhap, ... Rungpore	10	0	0
„ Proe Nath Gangoolee Julpigoree	5	0	0
„ Nabokumar Mookerjee Debgram Nuddea	10	0	0
„ Bepin Beharee Bukshee Janookee Manikgunge	10	0	0
Moonshee Amruddeen Kazipore	5	8	0
„ Kahimuddeen Borie Natore	10	0	0
„ Nyaz Ahmed Miah Moharajpore	3	6	0
„ Karim Buksh Hadipore Bhugulpore	10	0	0
„ Hossen Ali Beneres	10	0	0
„ Kalilal Kohaman Chinsurah	5	0	0
„ Johoruddeen Alipore	3	0	0
„ Abdool Jubbor Mozuffapore	10	0	0
„ Mahomed Ali Bux Alighur	5	0	0
„ Shamruddeen Rungpore	5	0	0
„ Abdool Bari Santipore	3	0	0
„ Ahmed Hussen Bagherpara Jessore ...	5	0	0
Gunnesh Sing Esqr. Gowaliar ...	5	0	0
Hareram Kevalram Esqr. Bombay	5	0	0
Narayan Hari Ranade Esqr. Bhadgoan	2	8	0
V Aduita Brahma Sastri Esqr. Analapore	5	0	
C. R. Moonoosawmy Naidu Esqr. Hydrabad	2		
Hargovandass Esqr., Jamboosex	1		
Manilal Keshuvlal Esqr. Kattywar	5		
Datu G. Sabris Esqr., L. M. Camp Deesa	5		

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।